‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’

সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র

সমবায়

জানুয়ারি ২০২০

‘বর্তমান যুগে ডিজিটাল বাংলাদেশে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে সমবায়ের মাধ্যমেই আমাদের দেশের উন্নয়ন করতে পারব।’

–মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র

সমবায়

জানুয়ারি ২০২০

সূচি

জাতীয় সমবায় দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন: সমবায়ে আধুনিক প্রযুক্তি যুক্ত করুন	৩
ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব কর্মশালা	৮
‘আইল তুলে দিয়ে চাষাবাদে পাওয়া সফলতা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হবে’	১০
ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় সমবায় অধিদপ্তরের অংশগ্রহণ	১১
সমবায় অধিদপ্তরে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিজয় দিবস ২০১৯ পালিত	১২
নারী উন্নয়নে যোগ দিয়ে সোনেকা, শিউলিরা এখন স্বাবলম্বী, ওরা এখন জয়িতা	১৪
সমবায়ের আদর্শিক চর্চা ও সমন্বয় মানে সয়ম্ভরতা	১৬
মানব উন্নয়ন সূচকে এগিয়েছে বাংলাদেশ	১৯
ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা	২০
বাংলাদেশের সমবায় প্রশিক্ষণ মানোন্নয়নে কতিপয় সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা	২৩
পলওয়েল এর বার্ষিক সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন	২৯
বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন	৩০
নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার ‘আমরা স্বাধীন মহিলা সমবায়’-এর সাফল্য	৩২
কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে ‘হাজরাখানা আইপিএম কৃষি সমবায় সমিতি’	৩৪
উন্নতজাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প-এর ঋণের চেক বিতরণ	৩৭
নারীর ক্ষমতায়নে চট্টগ্রামের ‘পাথরঘাটা ভিশন মহিলা সমবায়’	৩৮
‘চন্দ্রমল্লিকা মহিলা সমবায়’-এর বহুমাত্রিক যাত্রা	৪০
৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস পালন	৪২

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা
মোঃ আমিনুল ইসলাম
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর

সভাপতি
মোঃ আসাদুজ্জামান
অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি)

সদস্য
মোহাঃ আব্দুল মজিদ
যুগ্মনিবন্ধক (ইপিপি)

মোঃ কামরুজ্জামান
উপনিবন্ধক (পিপি)

মোঃ আবুল খায়ের
উপনিবন্ধক (ইপি)

সদস্য সচিব
মোঃ সাইফুল ইসলাম
সম্পাদক

সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় ঢাকা থেকে প্রকাশিত
ফোন : ৯১৪০৮৭৭, ৮১২৯৬৫৪, ৯১০৩৪০৯, ৮১২৭৯৪৩
e-mail : coop_bangladesh@yahoo.com, website : www.coop.gov.bd, ফ্যাক্স : ৯১৩৬৫৯৫

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

জাতীয় সমবায় দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন

সমবায়ে আধুনিক প্রযুক্তি যুক্ত করুন

সমবায়ের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে যুগোপযোগী সমবায় ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'বর্তমান যুগে ডিজিটাল বাংলাদেশে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে সমবায়ের মাধ্যমেই আমাদের দেশের উন্নয়ন করতে পারব।' আর এজন্য সমবায়ীদের দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের ওপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সমবায়ের কাজে যারা দক্ষ তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং সৎভাবে তারা যেন কাজ করে সে বিষয়ে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। ইনশাআল্লাহ, তবেই জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলতে সক্ষম হব।'

তাঁর সরকার 'উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এর মাধ্যমে মহিলাদের সুদবিহীন, জামানতবিহীন, দীর্ঘমেয়াদি এক লাখ ২০ হাজার টাকা করে ঋণ দেওয়া হচ্ছে।'

সমবায় ভবন নির্মাণ এবং সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় থেকে উপজেলা পর্যন্ত সব কার্যালয়কে আইসিটি নেটওয়ার্কের আওতায় এনে অনলাইনে কেনাবেচার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

দেশের বিদ্যমান সমবায় আইনকে যুগোপযোগীকরণ এবং সমবায় ব্যাংককে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসে ও জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৮ বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

ওপরও গুরুত্বারোপ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক পাঁচটি উন্নয়ন প্রকল্পে গ্রামের দরিদ্র ও বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, উপকরণ সরবরাহ ও ঋণ সহায়তা প্রদান করে স্বাবলম্বী করে তোলা হচ্ছে। ক্ষুদ্র কৃষকদের উন্নয়নে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তিনটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বর্তমানে ১৭৪টি উপজেলায় বিস্তৃত হয়েছে।

সেই সঙ্গে পল্লী অবকাঠামো সুবিধা ও দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের (পিডিবিএফ) মাধ্যমে সরকার ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ফলে গ্রামে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং গ্রামের রাস্তায় সৌরবিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

তিনি বলেন, যেখানে বিদ্যুতের গ্রিড লাইন নেই সেখানে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং দেশের শতকরা ৯৩ জন মানুষ এখন বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া নৌপথ, সড়কপথ, রেলপথ চালু ও উন্নত করা এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা করার ফলে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়ছে এবং মানুষের জীবনমান উন্নত হচ্ছে।

তাঁর সরকার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লার গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার জন্য দুটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বলেও জানান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

‘ভিক্ষুক জাতির কোনো ইজ্জত থাকে না’, জাতির পিতার বক্তব্যের এ উদ্ধৃতির উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘জাতির পিতা আমাদের স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন, লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে সেই স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি। কাজেই এ দেশের মানুষ আর কোনো দিন কারো কাছে হাত পেতে চলবে না, মাথা উঁচু করে চলবে এবং নিজের পায়ে দাঁড়াবে, সেই লক্ষ্যেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি।’

বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৮ বিতরণ করছেন

শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার কৌশল ছিল সমবায়।'

'জাতির পিতা এ দেশে কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, শিল্প উদ্যোগ, কৃষিঋণসহ সব ক্ষেত্রে সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে কাজ করেন' উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'জাতির পিতাই সংবিধানের ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে সমবায়কে স্থান দিয়ে যান। তিনি (বঙ্গবন্ধু) নিরন্ন মানুষের মুখে খাদ্য তুলে দিতে গঠন করেছিলেন কৃষি সমবায় সমিতি, পুষ্টির চাহিদা পূরণে গঠন করেছিলেন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, দরিদ্র তাঁতিদের নিয়ে তাঁতি সমবায় সমিতি, শিল্প সম্প্রসারণে শিল্প সমবায় সমিতি এবং দেশের অন্যতম সমবায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মিল্কভিটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।'

জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে তৃণমূল পর্যন্ত উন্নয়নের ছোঁয়া পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে দেশের সব নাগরিকের জন্য সমান নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করাই তাঁর সরকারের লক্ষ্য বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি খন্দকার মোশাররফ হোসেন,এম.পি প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য,এম.পি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মো.কামাল উদ্দিন তালুকদার, বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি শেখ নাদির হোসেন লিপু অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মো.আমিনুল ইসলাম অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন।

মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, সিনিয়র সচিব, সচিবসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, আমন্ত্রিত অতিথি এবং সারা দেশ থেকে আগত সমবায়ীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ২০১৮ সালের জাতীয় সমবায় পুরস্কার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সূত্র : বাসস।

ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস ও জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৮ বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে জাতীয় সমবায় পুরস্কারপ্রাপ্তরা

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান, গীতা, বাইবেল ও ত্রিপটক থেকে পাঠ করা হয়। ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে ক্রোড়পত্র এবং 'সমবায়' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। জাতীয় দৈনিক ও 'সমবায়' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন' শীর্ষক প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোকে প্রবন্ধ ও মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব এবং নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি প্রমুখের বাণী গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চাঁপাই নবাবগঞ্জের বিখ্যাত 'গম্ভীরা' পরিবেশন করা হয়। যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ আমন্ত্রিত সকল অতিথিগণ উপভোগ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'গম্ভীরা' গানে মুগ্ধ হন।

অনুষ্ঠানে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৮ বিতরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সমবায় পদক বিতরণ করেন। জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৮ প্রাপ্ত শ্রেণিভিত্তিক সমবায় সমিতি ও সমবায়ীর তালিকা :

১. কৃষিভিত্তিক/সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায়
রাঁইচৌ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, উপজেলা : আর্দশ সদর, জেলা : কুমিল্লা।
২. সঞ্চয় ও ঋণদান/ক্রেডিট সমবায়
নাগরী খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, উপজেলা : কালীগঞ্জ, জেলা : গাজীপুর।
৩. দুগ্ধ সমবায়
চণ্ডিপুর প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ, উপজেলা : ডুমুরিয়া, জেলা : খুলনা।
৪. মহিলা সমবায়
বাকলিয়া মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, থানা : বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।
৫. বহুমুখী সমবায়
সানরাইজ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, উপজেলা : কানাইঘাট, জেলা : সিলেট।
৬. মৎস্যজীবী সমবায়
সুনই মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, উপজেলা : ধর্মপাশা, জেলা : সুনামগঞ্জ।
৭. মুক্তিযোদ্ধা সমবায়
মহম্মদপুর থানা মুক্তিযোদ্ধা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, উপজেলা : মহম্মদপুর, জেলা : মাগুরা।
৮. বিত্তহীন, ভূমিহীন সমবায়
পাটগুদাম দুলদুল ক্যাম্প ভূমিহীন সমবায় সমিতি লিঃ, উপজেলা : ময়মনসিংহ সদর, জেলা : ময়মনসিংহ।
৯. যুব, বিশেষ শ্রেণি, তাঁতিসহ অন্যান্য
বড়ছড়া পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ, উপজেলা : শ্রীমঙ্গল, জেলা : মৌলভীবাজার।
১০. কর্মকর্তা/কর্মচারী, পরিবহন শ্রমিক কর্মচারী সমবায়
জনাব মোঃ গোলাম রসুল সম্পাদক, মোবারকগঞ্জ চিনিকল কর্মচারী সঞ্চয় ও সরবরাহ সমবায় সমিতি লিঃ, উপজেলা : কালীগঞ্জ, জেলা : ঝিনাইদহ।

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৯ উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এম.পি এবং সমবায় পতাকা উত্তোলন করছেন প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য, এম.পি

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৯ উপলক্ষে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো. তাজুল ইসলামের নেতৃত্বে র‍্যালিতে প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সমবায়ীগণ অংশগ্রহণ করেন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য, এমপি ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন

ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব কর্মশালা

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন

এটুআই, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহয়োগীতায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত 'ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব' কর্মশালা ১০-১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ চারদিন ব্যাপী মিনি কনফারেন্স হল, সমবায় ভবন, ঢাকা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব'-এর কার্যপ্রণালী ও গুরুত্ব সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করেন জনাব ফরহাদ জাহিদ শেখ, চীফ স্ট্র্যাটিজিস্ট, ই-গভর্ন্যান্স ডিজিটাল সার্ভিস এক্সিলারেটর, এটুআই প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আমিনুল ইসলাম, নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে 'ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব' কর্মশালার উদ্বোধন করে মোঃ রেজাউল আহসান, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন নাসরীন আক্তার চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এডভাইজার টু পিএম সজীব ওয়াজেদ জয়ের সরাসরি নির্দেশনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন ২০২১ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মানের প্রত্যয় নিয়ে সহযোগিতার এই মহাযজ্ঞ ২০১৯

সালের জানুয়ারি মাস থেকে ডিজিটাল সার্ভিস এক্সিলারেটর, এটুআই, আইসিটি বিভাগ মন্ত্রণালয়ভিত্তিক ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব কার্যক্রম শুরু করে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে ২০টি মন্ত্রণালয়ের ৬২৮টি সেবাকে ডিজিটাল সার্ভিসের ডিজাইন এবং বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা সম্ভব হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে টার্গেট অনুযায়ী ২০০০টি জি২সি ও জি২বি সেবাকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে এবং এই ২০০০ সেবার মধ্যে ২০২০-২০২১ সালের মধ্যে অন্তত ১০০০টি নতুন ডিজিটাল সেবা জনগণের জন্য উন্মুক্ত হবে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করছে। পল্লী অঞ্চলের উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা এবং গবেষণার মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে সুসমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে এই বিভাগের অভিলক্ষ্য।

নতুন নতুন উদ্ভাবন ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রমকে আরো ফলপ্রসূ ও বেগবান করাসহ সরকারের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তরসমূহ তাদেও সেবাসমুহকে অধিকতর সেবামুখী, জনবান্ধব, সহজ ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে প্রথাগত বর্তমান সেবাপদ্ধতি থেকে ডিজিটাল সার্ভিসে রূপান্তর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই উদ্যোগের সময়োপযোগীতা ও কার্যকারিতা অনুধাবন করে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এই উদ্যোগ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং এর অংশ হিসেবে এই বিভাগের অধীন ১০টি দপ্তর/সংস্থা ২০২১ সালের মধ্যে মোট ৪৩টি ডিজিটাল সার্ভিস/ সিস্টেম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করেছে।

কর্মশালাতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগসহ এর অধীনস্থ প্রতিটি দপ্তর/সংস্থার সেবাভিত্তিক ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন, বাজেট ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে। এই কর্মশালাতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীর দপ্তর/সংস্থার ৫২ জন কর্মকর্তা ও ৯ জন সেবাগ্রহিতা (শুধুমাত্র প্রথম দিনের জন্য) অংশগ্রহণ করে।

এই কর্মশালাতে ৫টি সিস্টেম যথাক্রমে

১. Loan and Capital Management Software

২. Co-operative Society Registration & Monitoring Management System

৩. Library, Research and Journal Publication Management System

৪. Online Bank Management System

5. Training, Hostel and Cafeteria Service Management

উপরোক্ত সেবাসমূহ ডিজিটাল সেবয় রূপান্তরের জন্য নকশা, বাজেট, প্রকিউরমেন্ট প্লান, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এবং Terms of Reference (ToR) প্রস্তুত করবেন। এই ৫টি সিস্টেম এ বিভাগের এবং আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার জন্য অত্যান্ত প্রয়োজন।

কর্মশালার সমাপনী পর্বে ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ ডিজিটাল সার্ভিস রোডম্যাপ ও ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব-এর পটভূমি এবং পরিকল্পনা, ডিজাইনকৃত জনবান্ধব সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ডিজিটাল সার্ভিস প্লাটফর্ম এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের 'সমন্বিত ডিজিটাল সার্ভিস প্লাটফর্ম' বিষয়ক প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনা করেন জনাব ফরহাদ জাহিদ শেখ, চীফ স্ট্র্যাটিজিস্ট, ই-গভর্ন্যান্স লিড ফোকাল, ডিজিটাল সার্ভিস এক্সিলারেটর, এটুআই, আইসিটি ডিভিশন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এন এম জিয়াউল আলম, সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। সমাপনী অনুষ্ঠানে ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাবের ফলাফল ও সমন্বিত প্রস্তাবনার বাস্তবায়ন বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এম.পি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের জনাব নাসরীন আক্তার চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট) সচিবের রুটিন দায়িত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন ১০টি দপ্তর/সংস্থার প্রধানসহ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বগুড়ার শেরপুর উপজেলার চকপাথালিয়া গ্রামে ধান কর্তনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এম.পি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য এম.পি ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান

‘আইল তুলে দিয়ে চাষাবাদে পাওয়া সফলতা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হবে’

মোঃ তাজুল ইসলাম
মাননীয় মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে কাজ করছে। কৃষি কর্মসংস্থানের বড়ক্ষেত্র, কীভাবে তা লাভজনক করা যায় তা নিয়ে আমরা কাজ করছি। বঙ্গবন্ধুর দর্শন চিন্তা করেই আইল তুলে দিয়ে পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে চাষাবাদ করে সফলতা পাওয়া গেছে। বগুড়ার এই প্রকল্পের সুফল আমরা সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে চাই।

সম্প্রতি বগুড়ার শেরপুর উপজেলার চকপাথালিয়া গ্রামে ধান কর্তনের উদ্বোধনীতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথাগুলো বলেন। মন্ত্রী বলেন, সমবায়ভিত্তিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষিজমির আইল উঠিয়ে দিয়ে চাষাবাদের মাধ্যমে ধান কাটা হয়। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ করলে উৎপাদন খরচ কম হবে, পাশাপাশি গুণগত মান উন্নয়ন হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে আমরা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারব। প্রধানমন্ত্রীর ‘আমার গ্রাম, আমার শহর’ কর্মসূচি সফল করতে সকলকে কাজ করতে হবে। এই কর্মসূচি সফল হলে দেশে দরিদ্রতা থাকবে না।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোঃ রেজাউল আহসান এর সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য এম.পি এবং বগুড়া-৫ আসনের সংসদ সদস্য হাবিবর রহমান। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়ার মহাপরিচালক আমিনুল ইসলাম (অতিরিক্ত সচিব) এর সঞ্চালনায় এতে আরো বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মজিবর রহমান মজনু, কৃষক প্রতিনিধি কাশেম মণ্ডল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলা প্রশাসক ফয়েজ আহাম্মদ পুলিশ সুপার ও আরিফুর রহমান মণ্ডল বিপিএম।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় সমবায় অধিদপ্তরের অংশগ্রহণ

দেশের সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য ব্র্যান্ডিং এর মাধ্যমে প্রদর্শনী/বিপণনের জন্য সমবায় অধিদপ্তর প্রতিবছর ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। বাংলাদেশের এক কোটিরও অধিক জনগোষ্ঠী সমবায় আন্দোলন বা সমবায় সমিতির সংগে জড়িত। সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত এ বিপুল জনগোষ্ঠীর স্বার্থের বিষয়টি বিবেচনা করে সমবায় অধিদপ্তর এ উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর ১ জানুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি এক মাসব্যাপী ২৫তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২০ এ সমবায় অধিদপ্তর অংশগ্রহণ করেছে। মেলায় ঠাকুরগাঁয়ের চন্দ্রমল্লিকা সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা লেদার টেকনোলজিস্ট স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রেনার কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, নরসিংদীর দরগারবন্দ মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, কুষ্টিয়ার কল্যাণপুর মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ, খুলনার উদ্যমী গৃহভিত্তিক উদ্যোক্তা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ও খুলনা মৌচাষী কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ, সুন্দরবন মৌয়াল শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, সাতক্ষীরা অংশগ্রহণ করে।

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি. তারিখে মহান বিজয় দিবসে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে সমবায় অধিদপ্তরের অতিরিক্ত নিবন্ধক জনাব মো. আসাদুজ্জামান-এর নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ

সমবায় অধিদপ্তরে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিজয় দিবস ২০১৯ পালিত

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি. তারিখে সমবায় অধিদপ্তরে যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং উৎসবমুখর পরিবেশে মহান বিজয় দিবসে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচির মধ্যে সকালে ধানমন্ডির ৩২ নং রোডে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। সকাল ৯.৩০ সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকায় নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মোঃ আমিনুল ইসলাম-এর নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত/ প্রার্থনা করা হয়। সকাল ১০.০০টায় সমবায় অধিদপ্তরের মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ বক্তব্য রাখেন। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক তাঁর বক্তব্যে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসিকতার মাধ্যমে যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন এবং দেশ স্বাধীন করায় শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ উপলব্ধিতে এনে দেশের উন্নয়নে সকলকে শামিল হওয়ার আহবান জানান। সকাল ১১.০০টায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভাষা আন্দোলন, ৭১' এর মুক্তিযুদ্ধ ও বর্তমান ডিজিটাল বাংলাদেশের ওপর ভিত্তি করে নাচ ও গান পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম কবিতা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে দেশের প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী আলম আরা মিনু দেশের গান পরিবেশন করেন। সমবায় অধিদপ্তরের যুগ্ম নিবন্ধক মৃনাল কান্তি বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব, নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, অতিরিক্ত নিবন্ধকগণ এবং সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারিগণ অংশগ্রহণ করেন।

৪৯তম মহান বিজয় দিবস-২০১৯
আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নারী উন্নয়নে যোগ দিয়ে সোনেকা, শিউলিরা এখন স্বাবলম্বী

ওরা এখন জয়িতা

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার–শাহিদা পারভিন, জরিনা খাতুন, মমতা খাতুন, হালিমা খাতুন, সোনেকা খাতুন, নাজমা খাতুন, শিউলি খাতুন এরা নিজেরাই এখন সফল উদ্যোক্তা। শাহজাদপুর উপজেলার গাঁড়াদহ ও রুপবাটি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে এ নারীদের বাস। নারী উন্নয়নের একই ছাতার তলায় একত্রিত হয়ে গাভী লালনপালন করে এরা ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে। ওরা জয়িতা। ওরা দারিদ্র্যকে জয় করেছে। ওরা এখন নিজেই লাখ টাকার মালিক। পরিবারকে তারা শুধু দুধে ভাতেই রাখেননি সন্তানদের পাঠশালায়ও পাঠাচ্ছেন । বছর খানেক আগেও ওরা স্বামীর কাছে ধরনা দিতেন সংসার খরচের জন্য । ওদের নিজের চেষ্টায় নিজেরাই দিন বদল করেছেন। তারা এখন সবাই স্বাবলম্বী।

এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে জীবন যুদ্ধের গল্প। সকাল সন্ধ্যা হাড়ভাঙা পরিশ্রমে গাভী লালনপালন করে তাদের ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে হয়েছে । এতে অগ্রদূতের ভূমিকায় ছিল উপজেলা সমবায় অফিস। তার সাথে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন–উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা কৃষি অফিসার ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা। উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাহ মোঃ শামসুজ্জোহা বলেন, উপজেলা সমবায় অফিসের নিরলস প্রচেষ্টা আর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাদের সহযোগিতার হাত বাড়ানোর কারণেই এ সাফল্যের দেখা মিলেছে।

জানা গেছে, শাহজাদপুর উপজেলা সমবায় অফিস নারী উন্নয়নের জন্য ২০১৬ সালে প্রাথমিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত ৫০ জন মহিলা সদস্য নিয়ে "নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" এ প্রকল্পটি চালু করে। আর তা ২০১৭ সালে উপজেলার চারটি ইউনিয়নকে ২টি কর্ম এলাকায় ভাগ করে গাঁড়াদহ নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড ও বাঘাবাড়ি নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড গঠন করা হয়। এতে এখন ১৫০ সদস্য রয়েছে। সমবায় অফিস–গ্রুপভিত্তিতে নামমাত্র সার্ভিস চার্জ নিয়ে সদস্যদের মাঝে ঋণ প্রদান করে। প্রকল্পটি চালুর পর বছর যেতে না যেতেই নারী উদ্যোক্তা জীবনের আলোর সন্ধান পান। নারীদের উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে এ প্রকল্পটি অগ্রাধিকার পায় বলে উপজেলা সমবায় অফিস সূত্রে জানা গেছে, সারা দেশে ২২টি জেলার ৫০টি উপজেলায় সমাবায় অফিসের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে গাভী পালনের জন্য ঋণ বিতরণ করে। এরই অংশ হিসেবে ২০১৬ সালে উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে

"সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" শাহজাদপুরে প্রকল্পটি চালু করা হয়। এটি প্রকৃতপক্ষে ২০১৭ সাল থেকে বৃহত্তর পরিসরে শুরু হয়। উপজেলার গাড়াদহ ও কায়েমপুর এবং রুপবাটি ও পোতাজিয়া ইউনিয়ন মিলে আলাদা দুটি সমিতি গঠন করা হয়। সমিতি দুটির নাম দেওয়া হয় গাঁড়াদহ নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ও বাঘাবাড়ি নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ। এ দুই সমিতিতে বর্তমান ১৫০ জন সদস্য রয়েছেন। প্রতি সদস্যকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকায় ২টি বকনা বাছুর অথবা একটি বাছুর সমেত গাভী কিনতে দেয়া হয়। ইতোমধ্যেই ১৫০ সদস্যের মাঝে ক্রস চেকের মাধ্যমে ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে। গাঁড়াদহ গ্রামের সুবিধাভোগী জোমারতের স্ত্রী শাহিদা পারভীন, একই গ্রামের জিল্লুর রহমানের স্ত্রী হালিমা খাতুন, আফজালের সোকেনা খাতুন, মাকোরকোলা গ্রামের আব্দুর মতিনের স্ত্রী মমতা খাতুনের সাথে কথা হয়। মমতা বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ প্রকল্পের অধীনে গাভী কেনার টাকা পেয়ে গাভী লালনপালন করে আমরা এখন স্বাবলম্বী। নারী উদ্যোক্তারা জানান মিল্কভিটায় দুধ বিক্রির নিশ্চয়তা থাকায় তাদের গাভীর দুধ নিয়ে মোটেও চিন্তা করতে হয় না। দুধ বিক্রির টাকা দিয়ে কিস্তির টাকা পরিশোধের পরও তাদের হাতে বাড়তি টাকা থাকছে। সুবিধাভোগী শিউলি জানান, তার একটি গাভী থেকে প্রতিদিন ১২ লিটার করে দুধ পাচ্ছেন। এ দুধ বাঘাবাড়ি মিল্কভিটার কাছে বিক্রি করে মাসে প্রায় ১৪ হাজার টাকা হাতে আসছে। এখান থেকে কিস্তি পরিশোধ করতে অসুবিধা হচ্ছে না। অপর আরেক নারী উদ্যোক্তা শাহিদা পারভিন জানান গাভী লালনপালন করে তারা এখন দুধে ভাতে আছেন। ঋণের টাকা পরিশোধের পর সঞ্চয় করছেন তারা।

সাফল্যের কথা উল্লেখ করে উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মোখলেছুর রহমান জানান, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ও সঠিকভাবে যাচাইবাছাই করে কাজ করলে তার সাফল্য পাওয়া যায়। তিনি জানান দেশে ৫০টি উপজেলায় এ কাজ চলছে। এর মধ্যে শাহজাদপুর উপজেলায় সফলতা সব চাইতে বেশি। শাহজাদপুর ঋণ আদায়ের দিক থেকে তারা এখন প্রথম স্থানে রয়েছে। তিনি বলেন, নিয়মনীতির মধ্য দিয়ে নারী উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি নারী সদস্যকে এক জোড়া বকনা বাছুর অথবা বাছুরসহ গাভী কিনেও দেওয়া হয়েছে। এজন্য একটি ক্রয় কমিটিও রয়েছে। কমিটির সভাপতি উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা। এ কমিটিতে রয়েছেন দুই সমিতির সভাপতি ও সেক্রেটারি। তিনি বলেন ক্রয় কমিটির সদস্য সচিব আমি নিজেই। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মিজানুর রহমান জানান "উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" প্রকল্পটি চালু করার পর শাহজাদপুরে নারীদের আয়ের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বেকার নারীরা এখন শুধু স্বাবলম্বী নয়, তারা এখন পরিবারের সচ্ছলতা ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি জানান সমবায় প্রজেক্টের লোক কৃত্রিম প্রজনন করছেন। আর উপজেলা পশু হাসপাতাল থেকে টিকাসহ সব ধরনের সহযোগিতা দেয়া হচ্ছে।

এদিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাহ মোঃ শামসুজ্জোহা জানান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাসহ অন্যদের সার্বিক সহযোগিতায় এখন শাহজাদপুরের নারী উদ্যোক্তারা আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। তিনি আরো জানান এটি দেখভাল করার জন্য একটি মনিটরিং কমিটি রয়েছে। এ কমিটিতে আমি (ইউএনও) পদাধিকার বলে সভাপতি। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা এ কমিটির সদস্য সচিব। সদস্যরা হলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও সমিতির সভাপতি ও সেক্রেটারি। এ কমিটি তিন মাস অন্তর অন্তর পর্যালোচনা বৈঠক করে নারী উদ্যোক্তাদের দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। ঋণের টাকা পরিশোধ করা ছাড়াও উদ্যোক্তাদের সঞ্চয়মুখী করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। তিনি আরো জানান সবকিছু ঠিকঠাক চললে এ প্রজেক্টটি শাহজাদপুরে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

সূত্র জানায়, ২০১৭ থেকে ২০২১ সালে পর্যন্ত প্রজেক্ট চলবে। পাঁচ বছরের এ প্রজেক্ট থেকে নারীরা স্বাবলম্বী হলে এটির মেয়াদ আরো বাড়বে। উদ্যোক্তারা জানায় ৫ শতাংশ থেকে ৭ বিঘা কৃষিজমি যাদের রয়েছে তারাই কেবল এ প্রজেক্ট থেকে মাত্র শতকরা ২% সার্ভিস চার্জ দিয়ে বকনা বাছুর অথবা বাছুরসহ একটি গাভী কিনতে পারবেন। প্রতিদিন তাদের ২শ টাকা করে ১৯ মাসে টাকা পরিশোধ করতে হয়। টাকা পরিশোধের পর সদস্য আবার টাকা চাইলে সে আবার টাকা পাবেন। সদস্যরা আরো জানান, গাভীর কাঁচা ঘাসের যোগান দিতে ঘাস চাষের জন্য খামারীদের সমবায় অফিস থেকে বিনা মূল্যে বীজ সরবরাহ করছেন।

আতাউর রহমান পিন্টু
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।

সমবায়ের আদর্শিক চর্চা ও সমন্বয় মানে সয়ম্ভরতা

অজয় কুমার সাহা

একটি সমবায় সমিতি গঠন করা হয় কোনো এলাকার কোনো জনগোষ্ঠী/পেশার মানুষের যাপিত জীবনযাত্রার গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে। এই পরিবর্তন প্রত্যাশী মানুষগুলো তাদের সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেন। এ কাজটি যদি নিয়ম মেনে ও আন্তরিকতার সাথে করা হয় এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তৎপর হওয়া যায় তাহলে সমবায়ের মাধ্যমে সাফল্য নিশ্চিত। সমিতি গঠন ও নিবন্ধন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে যদি কিছু বিষয় সতর্কতার সাথে অনুসরণ করা হয় তাহলে সমবায়ের মাধ্যমে সাফল্য লাভ খুব সহজ হয়ে যায়; যেমন–

- এলাকার প্রেক্ষাপট ও বসবাসকারীদের জীবনযাত্রা পর্যালোচনা।
- সমিতি গঠনের সাথে এলাকার জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা, সেখানে কী সাফল্য বয়ে আসবে এবং সদস্যদের জন্য গৃহীত উদ্যোগ সম্পৃক্ততা।
- সমিতি কেন গঠন করা হচ্ছে, সমবায় আইন বিধিবিধানে কী বলা আছে, সদস্যদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা কী হবে তা প্রত্যেক সদস্য ও নেতৃবৃন্দকে জানতে হবে।
- যারা সদস্য হবেন তাদেরকে নিয়ে একাধিকবার সভা হবে এবং সাংগঠনিক সভায় ব্যাপক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উপ-আইনের খসড়া প্রস্তুত করতে হবে।
- নিবন্ধন পূর্ব অবহিতকরণ সভা ও প্রাক প্রশিক্ষণের আয়োজন আবশ্যিকভাবে করতে হবে। সমিতি গঠন ও নিবন্ধনের পর্যায়ে সমবায় সম্পর্কে কেনো সদস্য অজ্ঞ থাকতে পারবে না।
- সদস্য হবার যোগ্যতা যাচাই করে ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র ও পেশা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভালো ও সক্রিয় সদস্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।
- সমিতি গঠনের সময় এলাকার অন্যান্য সমবায় সমিতির (যদি থাকে) অবস্থান বিবেচনায় নিতে হবে। সাংঘর্ষিক পরিবেশ সৃষ্টি কিংবা দাদন ব্যবসার প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য তা যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- একটি সমবায় সমিতি গঠন ও নিবন্ধন হয়ে গেল অথচ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, অন্যান্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কিছুই জানতে পারলো না এমন যেন না হয় ।
- সমিতিটি যেন কয়েকজন ব্যক্তির স্বার্থরক্ষা কিংবা শুধু ঋণ দেয়া নেয়ার কেন্দ্র না হয়ে দাঁড়ায়, অন্যদিকে এলাকার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের যেন কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- নিবন্ধনের জন্য দাখিল করার সাথে সাথে নিবন্ধন দেয়া যাবে না। আবার ইউসিওগণকে কয়টি সমিতি নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করলেন এবং কম/বেশি দাখিল করার উপর যোগ্যতা নির্ধারণ করার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে জেলা অফিসে বসে নিবন্ধনের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ইউসিওকে দিয়ে সহি স্বাক্ষর করিয়ে নিবন্ধন দেয়া যাবে না।
- সমিতির সদস্যগণ জেনে বুঝে যেমন সমিতি করবেন, তেমনি সমবায় বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ জেনে বুঝে নিবন্ধন দিবেন। তারপর মনে রাখতে হবে নিবন্ধনপরবর্তী সমিতিটি কী করছে, এবং কীভাবে করছে সেটা দেখভাল করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমিতি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বা জোগাড়যন্ত্র আছে কিনা সেটা পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত হতে হবে।
- সকল পর্যায়ে সমবায়ের জন্য অনুসরণীয় আবশ্যকীয় শর্তাবলি আবশ্যই মেনে চলতে হবে।
- সমিতির একটি অফিস ঘর ও খাতাপত্র/হিসাব সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে।

সমবায় সমিতির সাম্প্রতিক প্রবণতা ও করণীয়

সমিতি নিবন্ধন গ্রহীতা এবং দাতার মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকতে হবে। সমিতি

নিবন্ধনের পরপরই সমিতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্ক রেখে পথ বাতলে দিতে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। শ্রেণি পেশাভিত্তিক সমিতিগুলোর উন্নতিতে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণে সহযোগিতা করতে হবে। সমবায় সমিতিগুলোর 'সাম্প্রতিক প্রবণতা' চড়াসুদে ঋণ ব্যবসা শুরু করা এবং অধিক মুনাফায় প্রলুব্ধ করে আমানত সংগ্রহ করার বিষয়টি সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। একটি এলাকার মূল সমস্যা ও সম্ভবনা কী তা নির্ধারণ পূর্বক সমিতির মাধ্যমে সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সমবায় সমিতি হবে উৎপাদনমুখী, সেবাধর্মী ও তৃণমূল জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কেন্দ্র। গুণে মানে, শিক্ষা দীক্ষা, সাংস্কৃতিক চর্চা, উৎসব-অনুষ্ঠানে সবাই অনুসরণ করবে সমিতিকে।

সাধারণভাবে আমরা দেখি ২০ জন মানুষ সহজ কিছু প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করলেই নিবন্ধন পেয়ে যায়। সমবায় আইন/বিধি অনুয়ায়ী কাগজেকলমে ঠিক থাকলেও সেখানে সমবায় চরিত্র খুব একটা বজায় থাকে না। একটি এলাকার জনগোষ্ঠীকে সমবায় মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ করে আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় করার কার্যাদি খুব কমই দেখতে পাই। তার পরিবর্তে নেতৃত্ব পর্যায়ের কয়েকজন সমবায় সমিতিকে তাদের ব্যবসা পরিচালনার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করেন। সবচেয়ে সহজ ব্যবসায় ঋণ ব্যবসায় শুরু করা হয়। সদস্যদের নিকট থেকে সংগৃহীত শেয়ার সঞ্চয়ের আমানত থেকে সদস্যদের প্রয়োজনে এই ঋণ দেয়া যায়, কিন্তু দু'চার জন নেতৃপর্যায়ের প্রভাবশালী সদস্য বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়ম বহির্ভূত বিনিয়োগ করে নামমাত্র সদস্য বা অসদস্যদের মাঝে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। অনেকাংশে এ বিষয়টি অজ্ঞাত থাকে। ফলে ঋণ ব্যবসায়ে মুনাফা কতিপয় নেতৃবৃন্দ ভোগ করেন।

একটি শিশু জন্মানোর আগেই তার পরিচর্যা শুরু করা হয়। শিশুটি ভূমিষ্ঠ হবার পর তাকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। পরিচর্যার উপরই সেই সন্তানের ভবিষৎ গতি প্রকৃতি নির্ধারিত হয়, সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে ঠিক একই প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হয় ।

একটি সমবায় সমিতি 'ব্যাংকিং কায়দায় ও অবৈধ পন্থায়' ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে কেন? হয় তাদেরকে বিষয়টি উন্মুক্ত করে দেয়া হোক অথবা সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন ব্যাপকভিত্তিক ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করুক। এই কাজটি হতে হবে সমবায়কেন্দ্রিক এবং সদস্যদের পেশার সাথে সংগতি রেখে। আমাদের বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক এবং এর আওতাধীন ৭৪টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক (নিজস্ব স্থাপনা) রয়েছে, আরো রয়েছে ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক। একটা নীতিমালার আওতায় এই ব্যাংকগুলোকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করে সমবায় ব্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে সমবায় সমিতির সক্ষমতা বৃদ্ধির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করানো যায়। একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক যে সকল কার্যাদি সম্পাদন করে এই ব্যাংকও সেই কাজগুলো করবে।

এক্ষেত্রে আমাদের মহান নেতা ও অভিভাবক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর দর্শন কাজে লাগালে সমবায়ীদের মুখে হাসি ফুটবে। তিনি ১৯৭০ সালের নভেম্বরে প্রদত্ত বেতার টেলিভিশনের ভাষণে বলেছিলেন, "ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিরশিল্পকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দিতে হবে। কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁতিদের ন্যায্যমূল্যে সুতা ও রং সরবরাহ করতে হবে। তাদের জন্য অবশ্যই বাজারজাতকরণ ও ঋণদানের সুবিধা করে দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্পে সুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।"

আবার ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতীয়করণ নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার টেলিভিশনে ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, "ছোট ছোট চাষিদের অবশ্যই উৎপাদনক্ষম করে তুলতে হবে। একথা মনে রেখে আমরা পল্লি এলাকায় সমবায় ব্যবস্থার ভিত্তিতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে চেষ্টা করছি। এর ফলে কেবলমাত্র আধুনিক সুফলই পাবে না বরং সমবায়ের মাধ্যমে সহজশর্তে ও দ্রুত ঋণ পাওয়া সম্ভব হবে।"

আমরা সমবায়ের মাধমে উন্নয়নের যত কথাই বলি না কেন সমবায় সমিতির এই প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে অগ্রগতি খুব একটা দৃশ্যমান হবে না। সমিতি নিবন্ধন দিয়ে দিয়েছি এখন তারা 'যেভাবে চলে চলুক' এই মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমি মনে করি নিবন্ধনের আগে যতটুকু নজরদারি করি তার চেয়ে অনেক বেশি নজরদারি ও পরিচর্যায় মনোনিবেশ করতে হবে। সমবায় সমিতি গঠনের পর কীভাবে চলতে হবে এবং সমবায় বিভাগে কর্মরতদের কার কী দায়-দায়িত্ব তা সুস্পষ্টভাবে নীতিমালা আকারে প্রণীত হতে পারে। গতানুগতিক সভা/অনুষ্ঠান/সেমিনার/ওয়ার্কশপ নয়, হতে হবে জবাবদিহিতামূলক। যারা তদবিরের মাধ্যমে ভালো পছন্দনীয় পোস্টিং নেন তারা মানসম্মত কাজ করছেন কি না সেটা দেখতে হবে। যারা সৎ ও ভালো কর্মী তাদের যথাযথ মূল্যায়ন যেমন করতে হবে, তেমনি সৃষ্টিশীল কাজে স্বাধীনতা দিতে হবে। সমিতিকে অর্থবহ সমর্থন করতে উপজেলা/জেলা পর্যায়ে আর্থিক বরাদ্দ দিতে হবে। সমবায়ের সকল পর্যায়ে অনিয়ম, অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও দুর্নীতিকে কঠোরভাবে দমন করতে হবে। এটা নিয়ন্ত্রণ করা গেলে আমরা অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য দেখতে পাবো। প্রয়োজনে দুর্নীতিবিরোধী সেল গঠন করে অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। দুদক এককভাবে এই কাজটি এগিয়ে নিবে তা নয়, প্রত্যেক বিভাগের দুর্নীতিবিরোধী সেলের সাথে সমন্বয় করে কাজ করা যেতে পারে।

আমরা দেখেছি– বর্তমানে দুর্নীতিবিরোধী অ্যাকশন সর্বক্ষেত্রে একটা সহনীয় বার্তা নিয়ে আসতে যাচ্ছে। উন্নত বাংলাদেশ গড়ার রূপকার, গণমানুষের আস্থার প্রতীক, 'বঙ্গকন্যা" মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে কুয়াশাচ্ছন্ন কনকনে শীতে মেঘেঢাকা আকাশে রৌদ্রকরোজ্জ্বল আলোকচ্ছটা দেখিয়েছেন। দুর্নীতির ক্ষেত্রে তাঁর জিরো টলারেন্স নীতি সর্বক্ষেত্রে প্রশংসিত হয়েছে।

সকল পর্যায়ে সমবায়ের জন্য অনুসরণীয় আবশ্যকীয় শর্তাবলি আবশ্যই মেনে চলতে হবে।

বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের মুখে হাসি ফোটাতে ব্যাপক পরিকল্পনায় সমবায় পদ্ধতিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছিলেন। ঘুণে ধরা সমাজকে ভেঙে বসবাস উপযোগী নব সমাজের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর দর্শন আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে উন্নয়নের পাশাপাশি দুর্নীতি চলতে পারে না। তাই ১৯৭৫ সালের ২রা মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের ঘোষণাকালে বলেছিলেন–

"আজ কে দুর্নীতিবাজ? যে ফাঁকি দেয় সে দুর্নীতিবাজ। যে ঘুষ খায় সে দুর্নীতিবাজ, যে স্মাগলিং করে সে দুর্নীতিবাজ। যে ব্লাক মার্কেটিং করে সে দুর্নীতিবাজ, যে হোর্ড করে সে দুর্নীতিবাজ, যারা কর্তব্য পালন করে না সে দুর্নীতিবাজ, যারা বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে তারাও দুর্নীতিবাজ, যারা বিদেশের কাছে

দেশকে বিক্রি করে তারাও দুর্নীতিবাজ। এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে...। সমাজব্যবস্থায় যেন ঘুণ ধরে গেছে । এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই, যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানিদের। সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থাকে। আমি আপনারদের সমর্থন চাই, আমি জানি আপনাদের সমর্থন আছে। কিন্তু একটা কথা, এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে।

বঙ্গবন্ধুর দর্শনে প্রতিটা ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও অর্জনের আহ্বান দেখতে পাই। সেজন্য অসংগতি অনৈতিকতা ও দুর্নীতিকে আঘাত করার আহ্বানকে স্বাগত জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত পদক্ষেপকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে হবে। সমবায় সমিতি কোটি কোটি মানুষের সংগঠন। তাই মানুষের উন্নয়ন সমবায়বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি খুব জরুরি। সমবায়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অঙ্গীকার করতে হবে যে, আমরা দুর্নীতি ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়াবো না। সমবায়ীদের উন্নয়নে আন্তরিক ভূমিকা রাখব।

আমার বিশ্বাস সমবায়ীগণ কী চায় এবং কীভাবে চায় সেটার যথাযথ মূল্যায়ন করে পরিকল্পিত পদক্ষেপ এগিয়ে গেলে সমবায় সফল হবেই। আমরা একটি সমবায় সমিতি গঠন করে চুপচাপ বসে থাকব না, সেবা সহজীকরণের মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সেবা গ্রহীতার কাতারে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের কার কী দায়িত্ব, এই দায়িত্ব কীভাবে পালিত হবে সেটা খুব ভালোভাবে জানতে হবে।

আত্মোপলব্ধি, আত্মশুদ্ধি ও দায়িত্ব পালন

নিজের কাছে প্রশ্ন রাখতে হবে আমার দায়িত্ব আমি কতটুকু পালন করেছি, আমি সমবায়ের জন্য কতটুকু প্রয়োজনীয়, আমার দ্বারা সমবায়ীরা কতটুকু উপকৃত হচ্ছে। পরিদর্শন/সভা-অনুষ্ঠানে গিয়ে লোক দেখানো বা গুরুত্ব বাড়ানো বা সুবিধা গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে দেখবো নাকি সমিতির কার্যক্রমে স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টিতে উপস্থিত থাকবো? আমার উপস্থিতি কি তাদের জন্য উৎসাহজনক নাকি আর্থিক ক্ষতির কারণ? সমিতির চাহিদা বা সমস্যার আলোকে প্রদত্ত আশ্বাস পূরণে কোনো ভূমিকা রাখছি কি? তাদের জন্য সেবা সহজীকরণের কোনো উদ্ভাবনী পরিকল্পনা সাজিয়েছি কি? আমার/আমাদের আচরণ বিচরণে ও কার্যক্রমে অবৈধ কোনো পদক্ষেপ আছে কি না? ব্যক্তিস্বার্থে নিয়ম বর্হিভূত কাজ করি কি না? সমিতির কোনো সমস্যা নিয়ে আসলে আন্তরিকভাবে সমাধান দিই কি?

এরকম আরো অনেক প্রশ্ন করে নিজের অবস্থান থেকে উত্তর খোঁজা যেতে পারে। এ সকল প্রশ্নের উত্তর নিজের কাছেই রয়েছে। প্রশ্নগুলো মূলত আত্মোপলব্ধি, আত্মশুদ্ধি ও নৈতিকতার। সমবায়ী ও সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্মচারীগণ তাদের কর্ম পরিকল্পনা কতটুকু সমবায় বান্ধব মনোভাবে সাজিয়েছেন সেটাই আসল কথা। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি আন্তরিকভাবে খোঁজা হয় এবং বাস্তবায়নের জন্য যদি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তবে সমবায় পিছিয়ে থাকবে না। গতানুগতিক রুটিনওয়ার্ক থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে সাধারণ মানুষের উন্নয়নে পরিচ্ছন্ন ও শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো খুব জরুরি। আরো মনে রাখতে হবে দুর্নীতি থাকলে কোনো উন্নয়নই ভালোভাবে দৃশ্যমান হবে না। সমন্বয়হীনতা সমবায়ের মাধ্যমে অগ্রগতিতে বড় বাধা এটাও ভাবতে হবে।

সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, জাতীয় অর্থনীতিকে বলিষ্ঠ ও গতিশীল করতে সমবায়ের পথ চলায় যেন কোনো শিথিলতা না থাকে। সমবায় সমিতি নিবন্ধনের পর সাধারণ সদস্যদের নিজস্ব প্রচেষ্টা যাতে সরব থাকে সেটা যেমন সমবায় বিভাগকে দেখতে হবে, তেমনি সাধারণ মুষ্টিমেয় প্রবণতা সেই নিজস্ব প্রচেষ্টা যাতে সফল এবং টেকসই হয় সে বিষয়ে সরকারি সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। যেমন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করা হলো, তাদের জলাশয় দেয়া নিশ্চিত করতে হবে। কারণ বর্তমানে সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করে সমবায়কে উল্টোখাতে প্রবাহিত করে একশ্রেণির মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থসিদ্ধির প্রবণতা দিনদিন বাড়ছে। এতে সমবায় তার চরিত্র হারিয়েছে, তা প্রমাণ হয় না। বরং কতিপয় মানুষ নিজেদের চরিত্র হারিয়ে সমবায়কে কলুষিত করছে। সমবায় সমবায়ের জায়গাতেই আছে। সমবায় সবার সহায়। অসহায়ত্ব দূর করার জন্যই সমবায়। প্রকৃত সমবায়ী ও নিষ্ঠাবান সমবায় কর্মী কখনোই সমবায় প্রতিপক্ষ হতে পারে না। তাই অসমবায়ী বা সমবায়কে কলুষিত করে দুর্নীতি ও লুটপাট যারা চালিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে চিহ্নিত করাটা খুব জরুরি। আমি মনে করি সমবায়ের আদর্শিক চর্চাই দুর্নীতি-অনিয়মের প্রতিপক্ষ হতে পারে। এজন্য প্রয়োজন সমবায় পদ্ধতির সর্বজনীন প্রয়োগ। এক্ষেত্রে সমবায়ের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও পথ নির্দেশনা গুরুত্বের সাথে কাজে লাগাতে হবে। সাবলীলভাবে সবকিছু চালিয়ে নিতে বঙ্গবন্ধুর দর্শন/অমৃত বাণীর আলোকে একটা নীতিমালা প্রণয়ন করা যায়।

সমাধানের পথ

আলোচনা সমালোচনার মাধ্যমে আমাদের ব্যর্থতা সফলতা কোথায়, ভুল কোথায়, কী করণীয় আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু প্রায়োগিক দিক থেকে আমরা অগ্রসর হতে পারছি না। সমস্যা বুঝতে পারার পরও সমাধান দিতে না পারা মানে আরো নতুন করে সমস্যা সৃষ্টি হওয়া। মনে রাখা দরকার সমবায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি সুন্দর জীবন ব্যবস্থা। সমবায়কে প্রয়োগের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে না পারার ব্যর্থতা আমাদের, সমবায়ের নয়। বর্তমানে আমি ভালো কিছু উপহার দিব- এই মানসিকতা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি। বাণী আছে বক্তব্য আছে আইন আছে, আলোচনা সমালোচনা আছে, কিন্তু কাজের কাজ সীমিত।

সমবায়ের সৃষ্টিশীল গণমুখী ও স্বস্তিদায়ক পদ্ধতিকে শ্রদ্ধার সাথে বিবেচনা করে এগিয়ে যেতে হবে। এখানে ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষিত হবে। সমনীতি, সমঝোতা, সমন্বয়, সমবন্টন, সহমর্মিতা, সৃষ্টিশীলতা, সুযোগ সৃষ্টি, সুশাসন, সততা, সম্প্রীতি প্রভৃতির আদর্শিক চর্চার কেন্দ্রস্থল হলো- সমবায়। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও ঐক্যবদ্ধতা সমবায়ের বড় অবলম্বন।

সবকিছু মিলিয়ে সমবায়ের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও কার্যকারিতা অনুধাবন করে সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সমবায়কে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নের সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ভাবতে হবে সমবায়ে সম্পৃক্ত হওয়া মানে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হওয়া, ভালো কিছু করা এবং ভালো কিছু প্রাপ্তির দ্বার উন্মোচন হওয়া। রাজনৈতিক কবি ও দার্শনিক বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, “আমার জীবনের একমাত্র কামনা বাংলার মানুষ যেন পেট ভরে খেতে পায়, পরনে কাপড় পায়, উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।” আমরাও তাই চাই। আসুন সমবায়ের মাধ্যমে ভালোকিছু উপহার দেয়ার অঙ্গীকার করি। অনিয়ম দুর্নীতিকে নির্বাসনে দিয়ে ফুলে ফলে ভরিয়ে তুলি আমাদের সমবায় বাগান।

আসুন সবাই মিলে উপলব্ধি করি এবং বাস্তবায়ন করি–

ধর্ম-বর্ণ গোত্রে কিবা আসে যায়
সমবায়ে আত্মসমর্পণ-পূর্ণতায় ভরে,
সমবায়ের পতাকাতলে আসুন
সৃষ্টপ্রাণ স্পন্দনে অসংগতি দূরে সরে পড়ে।
সমবায়ের আদর্শিক চর্চায়
সম অধিকারে পরিচ্ছন্ন জীবন
তৃণমূল সমবায়ীদের প্রচেষ্টায়
অর্থবহ সমর্থন প্রয়োজন।
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ
বঙ্গকন্যার উন্নয়ন
মৌলিক চাহিদা পূরণে–
চাই বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় আন্দোলন।
সমবায় আন্দোলন সফল হোক।

অজয় কুমার সাহা : যুগ্ম-নিবন্ধক (পিআরএল), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

মানব উন্নয়ন সূচকে এগিয়েছে বাংলাদেশ

জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকে (এইচডিআই) এক ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) প্রকাশ করা এ সূচকে চলতি বছর বাংলাদেশের অবস্থান তালিকায় ১৩৫তম। মাথাপিছু আয় ও শিক্ষাসহ বেশ কয়েকটি মানদণ্ডে উন্নতির প্রভাবে এ অগ্রগতি হয়েছে। আগের বছরের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৩৬তম।

বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মাথাপিছু আয় ও সম্পদের উৎস, বৈষম্য, দারিদ্র্য, কর্মসংস্থান, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রবাহ, যোগাযোগ, পরিবেশের ভারসাম্য, নিরাপত্তা, লিঙ্গ সমতা ও জনমিতির তথ্য বিশ্লেষণ করে সূচকটি তৈরি করে ইউএনডিপি। মূলত যেসব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত, মাথাপিছু আয় বেশি ও নাগরিকদের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বেশি সেসব দেশই তালিকায় সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে। তালিকায় এবারো স্থান পেয়েছে ১৮৯টি দেশ।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, শূন্য দশমিক ৬১৪ স্কোর নিয়ে তালিকায় ১৩৫তম স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ। আগের বছর শূন্য দশমিক ৬০৮ এইচডিআই স্কোর নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৩৬তম। দেশের নাগরিকদের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ৭২ দশমিক ৩ বছর, যা আগের বছর ছিল ৭২ দশমিক ৮ বছর। শিক্ষাকাল গড়ে ১১ দশমিক ২ বছর, আগের বছর এটি ছিল ১১ দশমিক ৪ বছর। এ বছরের প্রতিবেদনে বাংলাদেশীদের বার্ষিক মাথাপিছু আয় (জিএনআই) ৪ হাজার ৫৭ ডলার উল্লেখ করা হয়েছে। গত বছর এ আয় ছিল ৩ হাজার ৬৭৭ ডলার।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের আগে আছে ভারত ও ভুটান। ভারতের এইচডিআই স্কোর শূন্য দশমিক ৬৪৭। আগের বছরের চেয়ে দুই ধাপ এগিয়ে এবারের তালিকায় দেশটির অবস্থান ১২৯তম। আর ভুটানের পরের অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। তালিকায় ভুটান রয়েছে ১৩৪তম স্থানে। নেপাল তালিকার ১৪৭তম ও পাকিস্তান রয়েছে ১৫২তম স্থানে।

তালিকায় ১৮৯টি দেশকে অতি উন্নত, উন্নত, মধ্যম ও নিম্ন মানব উন্নয়নের চারটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। মধ্যম মানব উন্নয়ন হয়েছে, বাংলাদেশ এমন দেশগুলোর স্তরে।

মানব উন্নয়ন সূচকে সবচেয়ে দুর্বল অবস্থানে থাকা দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে নাইজার, মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র, শাদ, দক্ষিণ সুদান, বুরুন্ডি, মালি, ইরিত্রিয়া, বুরকিনা ফাসো, সিয়েরা লিওন, মোজাম্বিক ও কঙ্গো।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা

মো. রফিকুল ইসলাম

'সমবায়' এর সূচনা হয় বিত্তহীন ও স্বল্পবিত্ত মানুষের সংঘবদ্ধ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উত্তরণের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে। গণমুখী অর্থনীতিতে দারিদ্র্যবিমোচন, খাদ্য ও জননিরাপত্তা, সর্বোপরি দেশের তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের জীবনের ভাগ্যের চাকা ঘুরানোর জন্য অন্যতম সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে সমবায়ী উদ্যোগ। অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন দারিদ্র্যবিমোচন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশের বিপর্যয় প্রতিরোধ এবং খাদ্য নিরাপত্তার বলয় সৃষ্টিতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হলো সমবায়ী উদ্যোগ। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ হুভার্ট ক্যালভার্ট (Hubert Calvert) মতে, সমবায় হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে কিছু মানুষ নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে সাম্যের ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় একত্রিত হয়। আন্তর্জাতিক সমবায় জোট (International Co-operative Alliance–ICA)-এর মতে, সমবায় হলো সমমনা মানুষের স্বেচ্ছাসেবামূলক একটি স্বশাসিত সংগঠন যা নিজেদের আর্থসামাজিক অভাব ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কাজ করে এবং এ লক্ষে অংশীদারিত্ব ভিত্তিতে গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায় পরিচালনা করে।

সম্মিলিত চেষ্টায় এগিয়ে যাওয়ার মূলমন্ত্র থেকে আর্থসামাজিক অভাব ও আকাঙ্ক্ষা পূরণে এগিয়ে যাওয়ার চিন্তা থেকেই সমবায় সংগঠনের উৎপত্তি। ১৭৫২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জনক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে সমবায় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৪ সালে ব্রিটেনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম সমবায় সংগঠন গঠিত রচডেল সোসাইটি নামে। ব্রিটেনের রচডেল নামক স্থানে ২৮ জন তাঁতি মাত্র ২৮ পাউন্ড পুঁজি নিয়ে রচডেল সোসাইটি গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে শুধুমাত্র ইংল্যান্ডেই এক হাজারেরও বেশি সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এরপর জার্মানিতে কৃষক সমবায় সমিতি ও ফ্রান্সে উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠিত হয়।

জার্মানিতে কৃষকদের সাহায্যের জন্যে সর্বপ্রথম সমবায় আন্দোলন শুরু করেন অর্থনীতিবিদ রাইফাইসেন। পরবর্তীতে সমবায় সংগঠন সারা বিশ্বে একটা আন্দোলন হিসেবে গড়ে ওঠে। বর্তমানে আমেরিকা, ইউরোপ, সিঙ্গাপুর, চীন, জাপান, কোরিয়াসহ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে এ আন্দোলন চলমান রয়েছে।

সমবায় সমিতির ইতিহাস প্রায় মানব সভ্যতার ইতিহাসের মতোই প্রাচীন। বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ১৮৯৫ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত করেন ফ্রেডারিক নিকলসন, যাকে ভারতীয় সমবায় আন্দোলনের জনক (Father of Co-operative Movement in India) বলা হয়। মাদ্রাজ সরকারের কাছে পেশকৃত নিকলসন-এর 'Find Raiffeissen' রিপোর্টের পরামর্শের ভিত্তিতে জার্মাফনর সমবায় আন্দোলনের ধারণা ও অভিজ্ঞতার আলোকে ভারতীয় সমবায় ঋণদান সমিতি আইন-১৯০৪ (Indian Co-operative Credit Societies Act of 1904) প্রণীত হয়। ১৯১২ সালে ভারতীয় সমবায় সমিতি আইন (Indian Co-operative Societies Act of 1912) প্রণীত হয় এবং এ আইনের আলোকে ১৯১৪ সালে প্রথমে সমবায় আবাসন সমিতি, মাদ্রাজ সমবায় ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। ভারতবর্ষের সমবায়গুলোর সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের জন্য ১৯১৪ সালে স্যার এডওয়ার্ড ম্যাকলেগানকে প্রধান করে 'ভারতীয় সমবায় সম্পর্কিত ইমপেরিয়াল কমিটি' (Imperial Committee on Co-operative in India) গঠিত হয়। এই কমিটির প্রতিবেদনকে ভারতবর্ষের "সমবায়ের বাইবেল" হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। ১৯১৯ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার তাদের প্রদেশের জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সমবায় আইন ও নিয়মাবলি প্রণয়ন করে। ১৯৪০ সালে বেঙ্গল সমবায় সমিত আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। এ বেঙ্গল সমবায় সমিত আইন–১৯৪০ এর সমর্থনে ১৯৪২ সালে সমবায় নিয়মাবলি জারি করা হয়। ১৯৫৯ সালে ড. আখতার হামিদ খান সমবায়সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কুমিল্লার কোটবাড়িতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (Bangladesh for Rural Development–BARD) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তান সমবায় ইউনিয়ন (বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন) 'আন্তর্জাতিক সমবায় জোট' (ICA)-এর সদস্যভুক্ত হয়। ১৯৬২ সালে এই বাংলায় প্রথমবারের মতো 'জাতীয় সমবায় নীতিমালা' গৃহীত ও প্রচারিত হয়। ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে 'সমবায়'কে সম্পদের মালিকানার নীতিতে একটি পৃথক (২য়) খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-এর ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা;)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে ১৯৭২-'৭৩ অর্থবছরে কুমিল্লা দ্বিস্তর সমবায় পদ্ধতির সম্প্রসারণকল্পে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (Integrated Rural Development–IRDP) দেশের বিভিন্ন থানায় বাস্তবায়ন শুরু করা হয়।

হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য ব্যাপক কর্মতৎপরতা শুরু করে। এজন্য তিনি প্রথমেই সমবায়কে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েছেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের বিপর্যস্ত গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থা ও কাঠামোকে সমবায় চিন্তাধারার আলোকে পুনঃগঠন ও পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে তিনি আধুনিক পদ্ধতির চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠেন। ১৯৭২ সালের ৩ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ দেন। এ ভাষণের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো–

আমার দেশের প্রতি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে–এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুসম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষি গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষির শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। ... সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ। সমাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য আমরা ইতোমধ্যেই সমস্ত বড় শিল্প, ব্যাংক, পাটকল, চিনিকল, সুতাকল ইত্যাদি জাতীয়করণ করেছি। ... আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফলভোগের ন্যায্য অধিকার। কিন্তু এই লক্ষ্যে যদি আমাদের পৌঁছাতে হয় তবে অতীতের ঘুনে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করে এক সত্যিকারের গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।... আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। ...জেলে সমিতি, তাঁতি সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে, তাঁতি, কৃষকের সংস্থা হয়, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলিকে

দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে। ...বাংলাদেশ সমবায় সংস্থার বিভিন্ন স্তরে বহুবিধ অব্যবস্থা, অযোগ্যতা ও দুর্নীতি দীর্ঘদিন ধরে জমে জমে দুর্নীতির পাহাড় তৈরি হয়েছে। সমবায় সংস্থা অবাধ বিকাশ ও সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে দুর্নীতির জগদ্দল পাথরকে সরাতেই হবে। ...বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচেকানাচে,

সম্মিলিত চেষ্টায় এগিয়ে যাওয়ার মূলমন্ত্র থেকে আর্থসামাজিক অভাব ও আকাঙ্ক্ষা পূরণে এগিয়ে যাওয়ার চিন্তা থেকেই সমবায় সংগঠনের উৎপত্তি।

চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে-কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার–আসুন সমবায়ের জাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি। ... আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেক সাধারণ মানুষের এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের।...তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে। জয় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন। জয় বাংলা। (সূত্র: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের হতদরিদ্র, শোষিত ও মেহনতি মানুষের মুখে হাসি ফোঁটানোর লক্ষে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (IRDP)-এর সহযোগী প্রতষ্ঠান হিসেবে ১৯৭৩ সালরে ২৮শে আগস্ট মাসে বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন (Bangladesh National Cooperative for Rural Development) গঠন করেন। এ সমবায় ফেডারেশনের উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো :

১. সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামভিত্তিক, কৃষক, মহিলা বিত্তহীন ও পেশাভিত্তিক বিশেষ করে সমবায় সমিতি গঠনে সহায়তা করে সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল ও শক্তিশালী করে তোলা।

২. জাতীয় অর্থনীতির সর্বস্তরে বিশষ করে কৃষি, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্যবসায় এবং কুটির শিল্পে উন্নত প্রথার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সহায়তা করা।

৩. দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলোর মাধ্যমে সদস্যদের নিজস্ব মূলধন এবং গ্রাম ও উপজেলা সমিতিগুলোর যৌথ মূলধন গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

৪. সমবায় আন্দোলনকে সফল ও সর্বজনীন রূপদান করার জন্য দেশে বিদেশে সমবায়ীদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করা।

৫. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সমবায় অধিদপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে সমবায়ীদের স্বার্থে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং দেশের উন্নয়ন কার্যে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও সরকারের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা এবং তাহাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা করা।

৬. সভ্য সমবায় সমিতিগুলোর স্বার্থে জাতীয় স্তরে বিভিন্ন প্রকার সার্ভিস ও সরবরাহের ব্যবস্থা করা। সভ্যদের স্বার্থে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে এবং সভ্য সমিতিগুলোকে নানাপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে এবং সমবায় বাজার গঠনে সহায়তা করা ।

(সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণমানুষের দুগ্ধ চাহিদা পূরণের জন্য ১৯৭৩ সালে সমবায়ের ভিত্তিতে দুগ্ধ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের লক্ষ্যে মিল্কভিটা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং শোষিত মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমতাভিত্তিক উন্নয়ন দর্শনের আওতায় সমবায়কে আর্থসামাজিক মুক্তির অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। ২০১৪ সালের ১ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৩তম জাতীয় সমবায় দিবস উদ্বোধনকালে তিনি বলেন, "সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোঁটানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি শোষণ-বঞ্চনা ও নিপীড়নমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। একাজে বঙ্গবন্ধু সমবায়কে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি সংবিধানের ১৩নং অনুচ্ছেদে মালিকানার ২য় খাত হিসেবে সমবায়কে স্থান দিয়েছিলেন। ... জাতির পিতার নির্দেশ অনুযায়ী সারাদেশে সমবায়ভিত্তিক নানা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। গ্রামভিত্তিক কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষকদের উচ্চফলনশীল বীজ, কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি এবং গভীর নলকূপ সরবরাহের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। পাশাপাশি জেলে, তাঁতি ইত্যাদি পেশাভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সমবায়ের নতুন যাত্রা শুরু হয়েছিল।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সমবায় ভাবনায় যা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তা হলো–সমবায়ের মাধ্যমে সম্পদের যৌথ-মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে। ফলে দেশের কৃষি উৎপাদন থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি হবে, সম্পদের সুসম বণ্টন গণতান্ত্রিক চর্চা প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁর সমবায় দর্শন বাস্তবায়িত হলে এদেশের গ্রাম-বাংলায় ক্ষুদ্র ক্ষদ্র শিল্প গড়ে উঠবে, সাধারণ মানুষের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। সমবায়কে তিনি সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন হিসেবে ঐক্যবদ্ধ করে গণমুখী করতে চেয়েছিলেন। এ গণমুখী সমবায়ের জাদুস্পর্শে ঘুমন্ত গ্রাম বাংলাকে তিনি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সমবায়ের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত 'সোনার বাংলা' গড়তে। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী, গণমানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন বিরোধী একদল নরঘাতক কর্তৃক সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে বাঙালি জাতির স্বপ্নকে হত্যা করা হয়। গতি হারিয়ে ফেলে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত সমবায় আন্দোলনের পথ। গতি হারিয়ে ফেলে এ দেশের সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষের আর্থসামাজিক মুক্তির স্বপ্ন। আজ সময় এসেছে গণমানুষের আর্থসামাজিক মুক্তির সোপান হিসেবে বঙ্গবন্ধুর সমবায় আদর্শকে বাস্তবায়ন করার। কারণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সমবায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়ন করে চলেছে। জয় হোক সমবায় আন্দোলনের, জয় হোক এ দেশের গণমানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের স্বপ্ন, জয় হোক বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের।

মো. রফিকুল ইসলাম : বিএ (সম্মান), এমএ, এমফিল (ঢা.বি.), পিএইচডি গবেষক, ঢা.বি., সহকারী অধ্যাপক, দর্শন, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ শাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

বাংলাদেশের সমবায় প্রশিক্ষণ মানোন্নয়নে কতিপয় সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা

হরিদাস ঠাকুর

১. সমবায় প্রশিক্ষণে জাতির পিতার সমবায় দর্শন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার

বঙ্গবন্ধু কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি নন। বঙ্গবন্ধু হচ্ছেন–একটি পতাকা, একটি মানচিত্র, একটি দেশ, বাঙালি জাতীয়তার একটি মহাকাব্য, একটি আন্দোলন, জাতি নির্মাণের কারিগর, ঠিকানা প্রদানের সংগ্রাম, একটি বিপ্লব, একটি অভ্যুত্থান, একটি ইতিহাস, বাঙালি জাতির ধ্রুবতারা, জাতির উত্থান-রাজনীতির কবি, জনগণের বন্ধু, রাষ্ট্রের স্থপতি, স্বাধীনতার প্রতীক, ইতিহাসের মহানায়ক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। বঙ্গবন্ধু বাংলার-বাঙালির। তিনি বাঙালির জীবনে হিরন্ময় জ্যোতি। ইতিহাসের পাতায় তাঁর অবস্থান বঙ্গ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের বাস্তবতা। আর এই মহান মহীরুহের সাথে আমরা 'সমবায়' নামক অমিত শক্তির একটি সুদৃঢ় সম্পর্ক অবলোকন করি তাঁর জীবনসংগ্রাম ও দর্শনের প্রতিটি পরতে। তিনি সমবায়ের মাধ্যমে বাংলার মানুষের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক সকল উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন। ৩০ জুন ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত বাণীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন–

'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে–এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ।'

জাতির পিতার এই আপ্তবাক্য ও নির্দেশনার প্রতি দায়বদ্ধ হয়ে বিগত ২ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০১৯ উদযাপন ও জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমবায়ের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী

সমবায় ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি গড়ে তুলতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন । এ বিষয়ে তিনি নিম্নোক্ত বক্তব্য ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন :

'বর্তমান যুগে ডিজিটাল বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে সমবায়ের মাধ্যমেই আমাদের দেশের উন্নয়ন করতে পারব।

সমবায়ের কাজে যারা দক্ষ, তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং তারা যেন সৎভাবে কাজ করে, সেই বিষয়ে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। ইনশাআল্লাহ, তবেই জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

জাতির পিতার সমবায় দর্শন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আবেগাসিক্ত অঙ্গীকারকে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের সমবায় প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা/কর্মপরিকল্পনা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২. বাংলাদেশের সমবায় প্রশিক্ষণের ইতিবৃত্ত

বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস শতাব্দী প্রাচীন। সমবায় আন্দোলনের সূচনা লগ্ন থেকেই সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ব্রিটিশ ভারতে ১৯১৫ সালে ম্যাকগ্লাকন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৩৬ সালে অবিভক্ত বাংলার দমদমে The Bengal Co-operative Training Institute স্থাপিত হয়। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর The Bengal Co-operative Training Institute পূর্ব পাকিস্তানে নওগাঁয় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৪৯ সালে ঢাকার পূবাইলে East Pakistan Co-operative Training Institute নামে নতুন একটি সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গঠিত হয়। ১৯৬০ সালে East Pakistan Co-operative Training Instituteটি East Pakistan Co-operative College নামে উন্নীত হয়। ১৯৬৩ সালে East Pakistan Co-operative College কুমিল্লার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭২ সালে East Pakistan Co-operative Collegeটির নামকরণ করা হয় Bangladesh Co-operative College. ১৯৯৮ সালে সরকারি আদেশে এর নামকরণ হয় Bangladesh Co-operative Academy.

১৯৬৪ সালে মুক্তাগাছা, ফেনী, নওগাঁ ও কুষ্টিয়ায় চারটি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। ১৯৬৫ সালে খুলনা, মৌলভীবাজার, ফরিদপুর ও রংপুরে আরও চারটি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। ২০০৩ সালে বরিশালে এবং ২০১১ সালে নরসিংদীতে আরও দুটি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপিত হলে দেশে ১০টি সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়।

৩. প্রস্তাবনার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা: মুজিববর্ষ-২০২০ এবং আমাদের অঙ্গীকার

বাংলাদেশের সমবায় প্রশিক্ষণের ইতিহাস শতাব্দী প্রাচীন হলেও সমবায় প্রশিক্ষণের জন্য একটি ভিশনারী ও মিশনারী গাইডলাইন ও কর্মপরিকল্পনা কখনোই প্রণীত হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সামগ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক কোনো উদ্যোগ আমরা লক্ষ করিনি। তাই সমবায় প্রশিক্ষণের দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা এখন যুগের দাবী (Time Driven), চাহিদার দাবি (Demand Driven)ও কর্মআবহের দাবি (Situation Driven)। এ প্রেক্ষিতে আমরা মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে সামনে রেখে সমবায় প্রশিক্ষণ ও সমবায় আন্দোলনের একটি ইতিবাচক ও দেশবান্ধব কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করতে চাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবন দিয়েই আমাদের রক্তঋণে আবদ্ধ করে গেছেন। আমরা তাই তাঁর অকুতোভয় সংগ্রাম আর অবিনশ্বর ত্যাগের প্রতি সম্মান জানিয়ে তাঁর আদর্শ ও চেতনাকে পাথেয় করে সমবায় অধিদপ্তরের ইতিবাচক ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনতে পারি। 'সমবায় শক্তির স্ফুরণ ও সমবায় চেতনার জাগরণ'কে উজ্জীবিত করার জন্য আমরা তাই সরকার ঘোষিত 'মুজিববর্ষ-২০২০-২০২১' সার্থকভাবে উদযাপনের অংশ হিসেবে 'বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ও আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটসমূহের ব্র্যান্ডিং এবং 'সমবায় প্রশিক্ষণে ইতিবাচক ও গুণগত পরিবর্তন করতে চাই। এর ফলে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটসমূহের ব্র্যান্ডিং হবে এবং এসব প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো ও সেবাজনিত সুবিধাদির পরিকল্পিত, সমন্বিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কোর্সকে গুণগত মানসম্পন্ন, উদ্দীপনামূলক, প্রয়োগধর্মী, বিনোদনধর্মী, ফলপ্রসূ, কার্যকর এবং বাস্তবমুখী করার প্রায়োগিক কৌশলও আমরা খুঁজে বের করতে পারবো বলে আমরা আশাবাদী।

৩.১ প্রস্তাবনার কাঙ্খিত লক্ষ্য

মুজিব বর্ষ-২০২০-২০২১ আমাদের কথা ও কাজের আত্মীয়তার বছর। কথাকে কাজে পরিণত করার লক্ষ্যে আমাদের সমবায় প্রশিক্ষণ ব্র্যান্ডিং কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে– (১) দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির মাধ্যমে দেশের অগ্রগণ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটসমূহের আত্মপ্রকাশ। (Building Bangladesh Co-operative Academy and Co-operative Zonal Training Institutes as the Centres of Excellence in Co-operative Training and Human Resource Development.);(২) বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট ক্যাম্পাসসমূহকে সৌন্দর্যমণ্ডিত, নান্দনিক ও সৃজনশীল সমবায় বীক্ষণাগার এবং জীবনের পাঠশালা হিসেবে গড়ে তোলা; (৩) বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন এবং সমবায় প্রশিক্ষণের ব্র্যান্ডিং করা; (৪) বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন ক্যাম্পাসসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দক্ষ, উদ্বুদ্ধ ও সেবাধর্মী নিবেদিত মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা; (৫) বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন করা; (৬) 'সমবায়ীদের সমবায়-করবে তারা বিশ্বজয়'-এর কার্যকর রূপায়ণে ভূমিকা পালন করা; (৭) অত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আগত সকল সেবাপ্রত্যাশীর প্রত্যাশা পূরণে আন্তরিকভাবে-দক্ষতার সাথে– সাবলীল পরিবেশে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করা; (৮) প্রতিষ্ঠানের ভৌত ও প্রশিক্ষণ সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার করা; (৯) প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; (১০) নিরবচ্ছিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সেবা নিশ্চিতকরণ; (১১) প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ নিশ্চিত করা;(১২) প্রতিষ্ঠানের সেবার মান নির্দিষ্ট নির্ণায়কে সমুন্নত রাখা; (১৩) প্রশিক্ষণ কোর্সকে উদ্দীপনামূলক, প্রায়োগিক, সৃজনশীল, বিনোদনধর্মী, মজাদার, আনন্দময়, উপভোগ্য ও শিক্ষণীয় করা।

৪. বাংলাদেশের সমবায় প্রশিক্ষণ : মানোন্নয়নে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা

আমরা বিশ্বাস করি 'আগত প্রশিক্ষণার্থীদের/সেবাপ্রত্যাশীদের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি' প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কর্মসংস্কৃতি হওয়া উচিত। এর বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তরের ইতিবাচক মনোভাব ও উন্নয়ন অঙ্গীকারের পাশাপশি বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিও ইতিবাচক কর্মপরিকল্পনা ও কর্মযজ্ঞ প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে আমরা বাংলাদেশের সমবায় প্রশিক্ষণকে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য নিম্নোক্তভাবে কর্মপরিকল্পনার প্রস্তাবনা পেশ করতে চাই :

৪.০১: নীতি প্রণয়ন ও নীতি সহায়তা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাবনা:

ক্র. নং	সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা	করণীয়		মেয়াদ/ বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়ন কৌশল	প্রত্যাশিত ফলাফল
		সমবায় অধিদপ্তর	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি			
১	সমবায় অধিদপ্তরের কমিটমেন্ট বা অঙ্গীকার	বাসএ ও আসইসহ প্রশিক্ষণ সেক্টর নিয়ে সমবায় অধিদপ্তরের অঙ্গীকার প্রদান ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি।	সমবায় অধিদপ্তরের কমিটমেন্ট/ অঙ্গীকারের আলোকে কর্মসম্পাদন।	দীর্ঘমেয়াদি	নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সমবায় প্রশিক্ষণের ভিশন ও মিশনের আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।	দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা সৃষ্টি।
২	কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।	সমবায় অধিদপ্তরের সহযোগিতায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	দীর্ঘমেয়াদি	সমবায় অধিদপ্তর ও বাসএ-এর সমন্বয়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে কর্মশালা করে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা।	কর্মপরিকল্পনার আলোকে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মঅবয়ব সৃষ্টি হবে।
৩	বাসএ ও আসই প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন।	প্রণীত প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুমোদন করা।	সমবায় অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা।	মার্চ/ ২০২০	সমবায় অধিদপ্তর ও বাসএ-এর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ নীতিমালা পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা।	প্রতিটি সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে অভিন্ন প্রশিক্ষণধারা সৃষ্টি হবে।
৪	বাসএ ও আসই এর অবকাঠামো পরিচালনার জন্য হোস্টেল ফান্ড ও অবকাঠামো ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা	নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুমোদন করা।	সমবায় অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রণয়নসহ নীতিমালা অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা।	মার্চ/২০২০	সমবায় অধিদপ্তর ও বাসএ-এর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কর্মশালার মাধ্যমে নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুমোদন করা।	প্রতিটি সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে আয় ব্যয় ও সংশ্লিষ্ট কাজে জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হবে।
৫	কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী/ স্টাফদের প্রণোদনা প্রদান ও কর্মদক্ষতা পুরস্কার প্রদান নীতিমালা	নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুমোদন করা।	সমবায় অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রণয়নসহ নীতিমালা অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা।	মার্চ/২০২০	সমবায় অধিদপ্তর ও বাসএ-এর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কর্মশালার মাধ্যমে নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুমোদন করা।	প্রতিটি সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মাঝে কর্মউৎসাহ ও কর্মসংস্কৃতি সৃষ্টি হবে।
৬	কোর্স কারিকুলাম আপডেট করা।	কারিকুলাম প্রণয়ন ও অনুমোদন করা।	সমবায় অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কারিকুলাম প্রণয়নসহ অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা।	মার্চ/২০২০	সমবায় অধিদপ্তর ও বাসএ-এর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কর্মশালার মাধ্যমে নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুমোদন করা।	কোর্স কারিকুলাম যুগোপযোগী হবে এবং সমবায় আন্দোলন গতিশীল হবে।
৭	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আসইসমূহ পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শন প্রতিবেদনের ফরম্যাট প্রণয়ন।	পরিদর্শন প্রতিবেদনের ফরম্যাট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা।	সমবায় অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কারিকুলাম প্রণয়নসহ অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা।	জানুয়ারি/ ২০২০	সমবায় অধিদপ্তর ও বাসএ-এর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে পরিদর্শন প্রতিবেদনের ফরম্যাট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা।	নিয়মিত পরিদর্শন এবং মনিটরিং বাসএ ও আসইসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টি সামগ্রিক গতিশীলতা আনবে।
৮	প্রতি তিন মাস পর পর নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে সমবায় অধিদপ্তরে বাসএ ও আসইএর অধ্যক্ষবৃন্দের সভা করা।	সভা অনুষ্ঠানে সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।	সমবায় অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে তিন মাস পর পর সভা অনুষ্ঠান করা।	জানুয়ারি/ ২০২০ থেকে শুরু হবে।	সমবায় অধিদপ্তর ও বাসএ-এর কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে সভা করা।	সমবায় অধিদপ্তরে সাথে বাসএ ও আসইএর কার্যকর সমন্বয় হবে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে গতিশীলতা দৃজিত হবে।

৪.০২: **বাজেট/আর্থিক বিষয়াদি ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রস্তাবনাঃ**

ক্র. নং	সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা	করণীয়		মেয়াদ/ বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়ন কৌশল	প্রত্যাশিত ফলাফল
		সমবায় অধিদপ্তর	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি			
১	যথাযথ খাত ও উপযুক্ত পরিমাণ বাজেট প্রণয়ন ও বরাদ্দকরণ।	সমবায় একাডেমি ও আসইসমূহের জন্য যথাযথ খাত ও উপযুক্ত পরিমাণ বাজেট প্রণয়ন ও বরাদ্দকরণ।	সমবায় অধিদপ্তরকে যথাসময়ে খাতভিত্তিক বাজেট প্রাক্কলন প্রেরণ ও প্রাপ্ত বাজেট বিধি মোতাবেক ব্যয়।	চলমান	সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রস্তুত করে মনিটরিং নিশ্চিত করা।	দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।
২	প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য বাজেট বৃদ্ধিকরণ	বাসএ-এর প্রস্তাবনা পর্যালোচনা করে যথাসময়ে অনুমোদন করা।	বাস্তবতার আলোকে বাজেট প্রস্তাবনা পেশ করা।	জানুয়ারি/ ২০২০	সমবায় অধিদপ্তর ও বাসএ-এর কার্যকর সমন্বয়ের অনুমোদন করা।	প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ অধিকতর প্রশিক্ষণার্থীবান্ধব করা যাবে।
৩	চাহিদা ও প্রয়োজন-মাফিক খাত বিন্যাস ও তার যথাযথ প্রয়োগকরণ।	চাহিদার আলোকে নতুন খাত সৃজন ও বাস্তবায়ন	সমবায় অধিদপ্তরকে কার্যকর সহায়তা প্রদান।	জুলাই/২০২০	সমবায় অধিদপ্তর ও বাসএ-এর কার্যকর সমন্বয়ের সম্পাদন করা।	প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল হবে।
৪	বাজেট ব্যয় ও ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ/ ওরিয়েন্টেশন এর ব্যবস্থা।	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	সমবায় অধিদপ্তরকে কার্যকর সহায়তা প্রদান।	মার্চ/২০২০	সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রস্তুত করে মনিটরিং নিশ্চিত করা।	দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।
৫	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও অন্যান্য বিষয় মনিটরিং করার জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন।	মনিটরিং গাইডলাইন প্রণয়ন।	সমবায় অধিদপ্তরকে কার্যকর সহায়তা প্রদান।	মার্চ/২০২০	সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রস্তুত করে মনিটরিং নিশ্চিত করা।	দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।
৬	প্রশিক্ষণ পরবর্তী সহায়তা (আর্থিক/কারিগরি/ লিংকেজ....) নিশ্চিত করা।	সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে কার্যকর বাস্তবায়ন করা।	সমবায় অধিদপ্তরকে কার্যকর সহায়তা প্রদান।	জুলাই/ ২০২০	সমবায় অধিদপ্তর ও বাসএ-এর কার্যকর সমন্বয়ের সম্পাদন করা।	প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল হবে।
৭	অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিক প্রশিক্ষণ সুযোগ সৃষ্টি	প্রকল্প প্রণয়ন ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করে বাস্তবায়ন	সমবায় অধিদপ্তরকে কার্যকর সহায়তা প্রদান।	চলমান	সমবায় অধিদপ্তর ও বাসএ-এর কার্যকর সমন্বয়ের সম্পাদন করা।	প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল হবে।
৮	প্রতি তিন মাস পর পর নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে সমবায় অধিদপ্তরে বাসএ ও আসইএর অধ্যক্ষবৃন্দের সভা করা।	সভা অনুষ্ঠানে সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।	সমবায় অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে তিন মাস পর পর সভা অনুষ্ঠান করা।	জানুয়ারি/ ২০২০ থেকে শুরু হবে।	সমবায় অধিদপ্তর ও বাসএ-এর কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে সভা করা।	সমবায় অধিদপ্তরে সাথে বাসএ ও আসইএর কার্যকর সমন্বয় হবে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে গতিশীলতা দৃজিত হবে।

৪.০৩: **কর্মসহায়তা/কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বাস্তবায়নঃ**

ক্র. নং	সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা	করণীয়		মেয়াদ/ বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়ন কৌশল	প্রত্যাশিত ফলাফল
		সমবায় অধিদপ্তর	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি			
১	বাসএ ও আসই এর শূন্যপদসমূহ জরুরি ভিত্তিতে পূরণ করা।	শূন্যপদসমূহ পূরণ করা।	সমবায় অধিদপ্তরকে কার্যকর সহায়তা প্রদান।	চলমান	সমবায় অধিদপ্তর ও বাসএ-এর কার্যকর সমন্বয়ের সম্পাদন করা।	প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল হবে।
২	প্রয়োজনের নিরিখে প্রতিষ্ঠানসমূহে পদ সৃজন (মালি/গার্ড/প্রোগ্রামার.... ইত্যাদি)।	পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ।	সমবায় অধিদপ্তরকে কার্যকর সহায়তা প্রদান।	চলমান	সমবায় অধিদপ্তর ও বাসএ-এর কার্যকর সমন্বয়ের সম্পাদন করা।	প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল হবে।

ক্র. নং	সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা	করণীয়		মেয়াদ/ বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়ন কৌশল	প্রত্যাশিত ফলাফল
		সমবায় অধিদপ্তর	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি			
৩	প্রশিক্ষক প্যানেল সৃষ্টি করা।	কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।	সমবায় অধিদপ্তরকে কার্যকর সহায়তা প্রদান।	চলমান	সমবায় অধিদপ্তর ও বাসএ-এর কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে নীতিমালার ভিত্তিতে সম্পাদন করা।	প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল হবে।
৪	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপযুক্ত বিষয়ে ও পরিমাণে প্রশিক্ষণ (দেশীয় ও বৈদেশিক) প্রদান করা।	কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।	সমবায় অধিদপ্তরকে কার্যকর সহায়তা প্রদান।	চলমান	সমবায় অধিদপ্তর ও বাসএ-এর কার্যকর সমন্বয়ের সম্পাদন করাা।	প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল হবে।
৫	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রণোদনা (আর্থিক ও প্রশিক্ষণ) প্রদান।	কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।	সমবায় অধিদপ্তরকে কার্যকর সহায়তা প্রদান।	চলমান	সমবায় অধিদপ্তর ও বাসএ-এর কার্যকর সমন্বয়ের সম্পাদন করা।	প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল হবে।
৬	গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন ও সুপারিশ বাস্তবায়ন	সমবায় অধিদপ্তরের প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান ও গবেষণা কার্যক্রমকে গতিশীল করতে সহায়তা।	কার্যকর গবেষণা সম্পাদন ও সমবায় অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে গবেষণা পরবর্তী ফলোআপ নিশ্চিতকরণ।	মার্চ/ ২০২০	সমবায় অধিদপ্তর ও বাসএ-এর কার্যকর সমন্বয়ের সম্পাদন করা।	প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল হবে।
৭	বাংলাদেশের সমবায় প্রশিক্ষণের ইতিবৃত্ত প্রকাশ	সমবায় অধিদপ্তরের কার্যকর উদ্যোগ-বাজেট প্রদান ও পুস্তক প্রকাশে অন্যান্য সহযোগিতা।	সমবায় অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	মার্চ/ ২০২০	সমবায় অধিদপ্তর ও বাসএ-এর কার্যকর সমন্বয়ের সম্পাদন করা।	নতুন নতুন ক্ষেত্র ও উদ্যোগের সুপারিশ পাওয়া যাবে এবং প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল হবে।
৮	সমবায় প্রশিক্ষণের উপর ডকুমেন্টারি প্রস্তুতি	যথাযথ বাজেট বরাদ্দকরণ	সমবায় অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	জুন/২০২০	সমবায় অধিদপ্তর ও বাসএ-এর কার্যকর সমন্বয়ের সম্পাদন করা।	সমবায় প্রশিক্ষণের প্রচার ও প্রসার ঘটবে।
৯	সমবায় ডিপ্লোমা কোর্স সম্পাদন	ডিপ্লোমা কোর্স করার জন্য সামগ্রিক সহায়তা প্রদান	সমবায় অধিদপ্তরের সহায়তায় কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন, কোর্স নীতিমালা, সার্টিফিকেট অ্যাক্রিডেশন ইত্যাদি আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদন।	৩ মাসব্যাপী কোর্স ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পাইলটিং	আপাতত পাইলটিং কোর্স করানোর জন্য ১০টি আসই ও বাসএ-এর ১টি করে কোর্স কম করে অর্থের সংস্থান করে পাইলটিং করানো যেতে পারে।	সমবায় প্রশিক্ষণের সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক ফলাফল আসবে।
১০	কর্মশালা সম্পাদন ও সুপারিশ বাস্তবায়ন	বাসএ ও আসই-তে অনুষ্ঠিতব্য কর্মশালায় প্রতিনিধি প্রেরণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান।	সমবায় অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	মার্চ/ ২০২০	সমবায় অধিদপ্তর ও বাসএ-এর কার্যকর সমন্বয়ের সম্পাদন করা।	নতুন নতুন ক্ষেত্র ও উদ্যোগের সুপারিশ পাওয়া যাবে এবং প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল হবে।

ক্র. নং	সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা	করণীয়		মেয়াদ/ বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়ন কৌশল	প্রত্যাশিত ফলাফল
		সমবায় অধিদপ্তর	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি			
১১	সমবায় অধিদপ্তরে বাসএ-এর জন্য লিয়াজোঁ অফিস রাখা।	সমবায় অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে বাসএ-এর জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ বরাদ্দ প্রদান এবং একজন অফিসারকে সংযুক্ত করা।	সমবায় অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	মার্চ/ ২০২০	সমবায় অধিদপ্তর ও বাসএ-এর কার্যকর সমন্বয়ের সম্পাদন করা।	(১) সমবায় অধিদপ্তরের সাথে বাসএ-এর গতিশীল সমন্বয় হবে। সমবায় (২)অধিদপ্তরে বাসএ-এর উদ্যোগে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা সহজ হবে। (৩) গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রমের মোড়ক উন্মোচন/ প্রচারণা সহজ হবে।
১২	সমবায় অধিদপ্তর, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের সাথে বাসএ ও আসই-এর সমন্বয়সাধন।	সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে কার্যকর সমন্বয়ের জন্য নীতিমালা/গাইডলাইন প্রণয়ন।	সমবায় অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	মার্চ/ ২০২০	সমবায় অধিদপ্তর ও বাসএ-এর কার্যকর সমন্বয়ের সম্পাদন করা।	প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল হবে।
১৩	সমবায় প্রশিক্ষণ ও ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণের মাঝে সমন্বয়সাধন	নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	সমবায় অধিদপ্তরকে কার্যকর সহায়তা প্রদান।	চলমান	সমবায় অধিদপ্তর ও বাসএ-এর কার্যকর সমন্বয়ের সম্পাদন করা।	প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল হবে।

৫. উপসংহার:

সমবায় এর আর্থসামাজিক দ্যোতনা বিচার করে বলা হয়ে থাকে 'সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন। (A Co-operative Society is the organization of the cooperators, for the co-operators and by the co-operators). এ কারণে সমবায়ের মূল চালিকাশক্তি এর সদস্যদের সার্বিক বিচার হতে হয় সচেতন-কর্মমূখর ও লক্ষ্যাভিসারী। সমবায় প্রশিক্ষণকে আমরা এই নিরিখেই বিচার করতে চাই। প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনাসমূহ যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে সমবায় প্রশিক্ষণে ইতিবাচক গুণগত পরিবর্তন আসবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে আশা করতেই পারি।

হরিদাস ঠাকুর : উপাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা

পলওয়েল এর বার্ষিক সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন

গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে রাজারবাগস্থ বাংলাদেশ পুলিশ অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ (পলওয়েল) এর ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ ও সোসাইটির চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোওয়ারী বিপিএম (বার)। সভায় ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সদস্যদের শেয়ারের উপর বার্ষিক ৪০% লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়।

ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ নির্বাচিত হন।

জনাব ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোওয়ারী বিপিএম (বার), ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ - চেয়ারম্যান, জনাব মোঃ শাহাব উদ্দীন কোরেশী, অ্যাডিশনাল আইজিপি (এফ এন্ড ডি), জনাব চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন বিপিএম পিপিএম (সিআইডি), জনাব মোহাঃ শফিকুল ইসলাম বিপিএম (বার), পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা, জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম বিপিএম (বার) পিপিএম (বার), ডিআইজি, নৌপুলিশ, ব্যারিষ্টার মোঃ হারুন অর রশীদ বিপিএম (সেবা), ডিআইজি (লজিস্টিক) জনাব মোঃ তৌফিক মাহবুব চৌধুরী ডিআইজি (এ এন্ড ও), ড. শোয়েব রিয়াজ আলম অ্যাডিশনাল আইজিপি (ডেভেলপমেন্ট-০১), জনাব এ এফ,এম জাবিদ হাসান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অবঃ)।

বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন

মোঃ আবুল খায়ের

নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে একই উদ্দেশ্যে সমষ্টিগতভাবে কোন একটি কাজ করাই সমবায়। এই উপমহাদেশে সমবায়ের যাত্রা শুরু হয় উনিশ শতকের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলেতে পড়াশুনা করতে গিয়ে ও রাশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে কৃষি সমবায়ের ধারনা লাভ করেন। তিনি এ উপমহাদেশে তা বাস্তবায়ন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তৎকালীন সময়ের তাঁর বিভিন্ন লেখায় সমবায় সম্পর্কে এ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। সমবায়কে আইনি কাঠামোর মধ্যে আনা হয় চল্লিশের দশকে বেঙ্গল কো-অপারেটিভ অ্যাক্ট প্রণয়নের মাধ্যমে। দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলায় ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। নতুন সরকারের কৃষি ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করেন জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে আর তখন থেকেই মূলত সমবায় নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানোর জন্য বঙ্গবন্ধু সমবায়কে বেছে নিয়েছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সমবায়কে সংবিধানের ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন গ্রামে গ্রামে বহুমূখী সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে গ্রাম অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে তারই ফলশ্রুতিতে তিনি ১৯৭৩ সালে মিল্কভিটার মত সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘‘আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে, এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপেক্ষিতে গণমূখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।” কিন্তু দুষ্কৃতিকারীরা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করে এদেশের সমবায় কেন্দ্রিক অর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে থামিয়ে দেয়। আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ বছর পর রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসে সমবায় নিয়ে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ও সমবায়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প নেন। এ সকল প্রকল্প ও উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ১,৭৪,৬০০ সমবায় সমিতি বিদ্যমান আর এ সকল সমবায় সমিতিতে প্রায় ১ কোটির ও অধিক সমবায়ী রয়েছে যার ১৮ শতাংশ নারী সমবায়ী। এই বিশাল সংখ্যক সমবায়ীকে একই সুতায় বেধে রেখেছে সমবায় দর্শন। আর এ দর্শন আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। সমবায়ের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের দেশের অর্থনীতিকে বিশ্ব দরবারে উঁচু স্থানে নেওয়া সম্ভব। জাতিসংঘ ঘোষিত ১৭টি এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে সমবায় অত্যন্ত কার্যকর উপায়। বর্তমান সরকার যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেখানে সমবায়কে অন্তর্ভুক্ত করা গেলে তা আরও টেকসই হবে। বর্তমান সরকার বিগত দিনে দারিদ্র্য দূরীকরণে যে সাফল্য দেখিয়েছে তা ধরে রাখার জন্য সমবায়ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারলে উন্নয়ন টেকসই হবে। এ দেশের সমবায়ী কৃষকদের কৃষি ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে সমবায়ী কৃষকরা এ ঋণ গ্রহণ করে কৃষিক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করে। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক দেশের অতি পুরাতন ব্যাংক হওয়া স্বত্তেও বর্তমানে ব্যাংকটিকে স্পেশালাইজড ব্যাংক/ তফসিলি ব্যাংক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি ফলে সমবায় সমিতগুলো তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমে বড় পরিসরে কোন ঋণ সুবিধা পাচ্ছে না। সমবায় ব্যাংকটিকে সত্যিকারের সমবায়ীদের ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে গতিশীল করতে না পারলে বঙ্গবন্ধুর সমবায় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অসম্ভব। এছাড়াও দেশের সকল জেলা/উপজেলায় সরকারি ও সমবায়ী মালিকানায় যে সকল সম্পদ রয়েছে তা উদ্ধার করে এখনই সরকারি ও সমবায় মালিকানায় সমবায় হাসপাতাল, সমবায় বিপনীবিতানসহ বিভিন্ন সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলে আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমবায় দৃশ্যমান হবে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমবায় পণ্য অত্যন্ত জনপ্রীয় কারণ একমাত্র সমবায়েই রয়েছে ভোক্তা ও উৎপাদনকারীর অংশগ্রহন তাই এই দর্শনে এই দুই পক্ষই সুবিধা লাভ করতে পারে। ইন্ডিয়ার আমুল, ডেনমার্কের আরলা ফুড, বাংলাদেশের মিল্কভিটা সারাবিশ্বে ব্যাপক সমাদৃত কারণ এই পণ্যগুলো সমবায়ীপণ্য যেখানে উৎপাদনকারী ও ভোক্তার সংযোক রয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গ্রামের কৃষকরা শ্রমিক সংকটের কারণে তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিপণনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। এই সংকট উত্তরণে সমবায় পদ্ধতির চাষাবাদ অত্যন্ত কার্যকর। দেশের প্রত্যেকটি গ্রামে একটি করে কৃষি উৎপাদন ও বিপণন সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে গ্রামের সকল জমি ঐ সমিতিকে দিলে ঐ সমিতির উদ্যোগে চাষাবাদ, উৎপাদন ও বিপণন করলে এর সুফল অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করবে। সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এছাড়াও সমবায়ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প যেমন– আমার গ্রাম আমার শহর, সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে দেশের আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব। এ সকল কাজের জন্য সমবায় অধিদপ্তরকে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

এক নজরে বাংলাদেশের সমবায়

১. মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা : ১,৭৪,৬০৪টি

২. ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা : ১ কোটি ৮ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭৫০ জন

৩. কার্যকরী মূলধন : ১৩ হাজার কোটি টাকা প্রায়

৪. সমবায়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থান : ৯,২১,৮৪৬ জন

৫. জাতীয় পর্যায়ে ১টি সমবায় ব্যাংক, ১টি কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স

৬. বিসিএস (সমবায়) কর্মকর্তা : ১৯২ জন

৭. সমবায় একাডেমি ১টি ও ১০টি আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন

৮. মোট জনবল : ৫,০০৪ জন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য সমবায়ভিত্তিক আশ্রায়ন প্রকল্প, সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য সমবায়ভিত্তিক ঋণ কার্যক্রম প্রকল্প, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নসহ বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প দিয়ে এদেশ হতে চিরতরে দারিদ্র্য দূর করার দৃঢ় সংকল্প করেছেন। আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প যদিও সমবায়ভিত্তিক নয় কিন্তু সমবায়ের ধারনার আলোকেই করা হয়েছে যা এদেশের দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। সমবায় সমিতিগুলো ৭টি মূলনীতির আলোকে পরিচালিত হয়ে থাকে যা অনুসরণ করলে একটি সমবায় সমিতি অব্যসই সফলতা অর্জন করবে। এই ৭টি মূলনীতির মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা ও স্বচ্ছতা এদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং এছাড়াও গণতন্ত্র, বিশ্বস্ততা, সহযোগিতা, সামাজিক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা সহজেই প্রতিষ্ঠা করা যায়। সমবায় অধিদপ্তর সমবায় সমিতিগুলোর নির্বাচন, অডিট, বার্ষিক সাধারন সভা স্বচ্ছতার সহিত মনিটরিং করতে পারলে এদেশের সমবায় সেক্টর অন্য সেক্টরের ন্যায় কার্যকর হয়ে উঠবে। নিবন্ধিত সমবায় সমিতিগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সদস্য হিসেবে অর্ন্তরভূক্ত করতে হবে। জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন সমবায়ীগণকে সমবায় সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আগামির নেতৃত্ব দিতে সক্ষম সমবায়ী তৈরি করতে হবে। সমবায় অধিদপ্তর অতি প্রাচীন একটি বিভাগ সে তুলনায় এর সংস্কার, জনবল কাঠামোর আপগ্রেডেশন ও সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ করা হয়নি কারণ সমবায়ের সাথে পুজিবাদের দ্বন্দ বিদ্যমান। সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায় ক্যাডারকে সংস্কার করে নতুন রূপে ঢেলে সাজানো গেলে এদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে সুবাতাস বইবে।

প্রতি বছর নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবার জাতীয় সমবায় দিবস পালন করা হয়ে থাকে। বিগত জাতীয় সমবায় দিবসের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল ‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণে সমবায়ের এ দর্শনকে ধারণ করে ২০২১ সালের মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমবায় অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

মোঃ আবুল খায়ের : উপ নিবন্ধক (ইপি), বিসিএস (সমবায়), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার ‘আমরা স্বাধীন মহিলা সমবায়’-এর সাফল্য

নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বড়াইগ্রাম উপজেলার নটাবাড়িয়া এলাকায় ২৫জন সদস্য মিলে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে সমবায় বিভাগ থেকে নিবন্ধন নেয়। নিবন্ধন নং ২০, তারিখ ০৯/১১/১৫খ্রি.। নিবন্ধন পরবর্তীতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে সমিতি পরিচালনা করায় সমিতিটি বর্তমানে একটি অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং নাটোর জেলার সমবায় অঙ্গনে নিজস্ব কর্মকাণ্ডের দ্বারা স্থান করে নিয়েছে।

সমিতির সদস্য সংখ্যা

নিবন্ধন কালে সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিলো ২৫ জন, বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৯২৯ জন। ৪ বছরে সদস্য বৃদ্ধিতে সাফল্য অর্জন করেছে।

শেয়ার মূলধন

সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা। এ পর্যন্ত পরিশোধিত শেয়ারের পরিমাণ ১১,৫৬,০০০ টাকা, এক্ষেত্রেও অর্জিত সাফল্য উল্লেখযোগ্য।

সঞ্চয় আমানত

নিবন্ধনকালে সমিতির সঞ্চয় আমানত ছিল ২৫,০০০ টাকা। বর্তমানে সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৭৬,৯৬,৯৫৪ টাকা। সঞ্চয় আদায়ের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যই সমিতির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মূলধন গঠনে অত্র সমিতির সাফল্য উল্লেখযোগ্য এবং সন্তোষজনক।

কর্জ দাদন

সমিতি থেকে সদস্যদের মাঝে গাভী পালন, ছাগল পালন, হাস-মুরগী পালন, সেলাই শিক্ষা ও ব্লক বাটিক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসাখাতে কর্জ দাদন

করা হয়। ২০১৭-'১৮ অর্থ বছরে সদস্যদের মাঝে ১,৩৫,১৮,৫০০ টাকা কর্জ দাদন করা হয়েছে। কর্জ আদায় ৭৬,৩৮,০১৬ টাকা। সমিতি থেকে কর্জ গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৪৮০টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। কর্জ দাদনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের ভাগ্য উন্নয়নে অগ্নিশিখা হিসেবে কাজ করছে। কর্জ প্রদানের পাশাপাশি সদস্যদের উল্লিখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ভ্যাকসিন সরবারাহ করা হয়। সদস্যদের মধ্যে ৩,০০০টি

সমিতির সদস্য সংখ্যা প্রায় ১,০০০ জন হওয়ায় দ্রুত সময়ের মধ্যে যেকোনো সংবাদ সদস্যদের মধ্যে ছড়ানো সম্ভব।

ফলজ বৃক্ষ প্রদান এবং রোপণ নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া বাসা বাড়িতে সবজি চাষ, ভার্মি কম্পোস্ট সার তৈরি ও ইত্যাদি ক্ষেত্রে অত্র সমিতি ঈর্ষান্বিত সাফল্য অর্জন করেছে।

সমিতির নিয়োজিত কর্মচারী

আত্মকর্মসংস্থান হিসেবে বেতনভুক্ত ৩ জন কর্মচারীকে নিয়োগদান করেছেন। ফলে সমিতির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।

ব্যবস্থাপনা কমিটি

৯ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা সমিতি পরিচালিত হচ্ছে। প্রতি মাসে নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় বিগত মাসের আয়-ব্যয় অনুমোদন, সদস্য ভর্তি, কর্জ দাদন, কর্জ আদায় এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতঃ পরিকল্পনা অনুযায়ী সমিতি পরিচালিত হচ্ছে।

বার্ষিক সাধারণ সভা

বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বার্ষিক সাধারণ সভা করা হয়। গত বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্য সংখ্যা ৪৬২ জনের মধ্যে ৪০৩ জন উপস্থিত ছিল। উক্ত উপস্থিতি সমিতির জবাবদিহিতার উল্লেখযোগ্য প্রমাণক।

নিট লাভ হতে সৃষ্ট তহবিল

২০১৭-'১৮ সনে সমিতির নীট লাভের পরিমাণ ১,৯৭,৯৭৫ টাকা। সদস্যদের মধ্যে বন্টন ১,৪৪,২৫৫ টাকা যা একটি প্রশংসনীয় অবদান রাখে।

অন্যান্য কর্মকাণ্ড

সমিতির সদস্য সংখ্যা প্রায় ১,০০০ জন হওয়ায় দ্রুত সময়ের মধ্যে যেকোনো সংবাদ সদস্যদের মধ্যে ছড়ানো সম্ভব। সমিতির কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এলাকায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে বাল্যবিবাহ রোধ, নারী স্বাস্থ্য শিক্ষা, শিক্ষা, স্যানিটেশন, যৌতুকবিরোধী আন্দোলনে সদস্যদের ভূমিকা বিষয়ে সদস্যদের মাঝে বৈঠক করে থাকে।

জনহিতকর কর্মকাণ্ড

সমিতির অর্থায়নে অসহায় মহিলাদের চিকিৎসা সহায়তা ও জটিল রোগের অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২০ জন সদস্য এই সুবিধা পেয়েছে। জৈব কম্পোস্ট সার তৈরি করে ৩৫টি পরিবার উপকৃত হয়েছে।

সমিতির অফিস

সমিতির অফিস বনপাড়া বাজারস্থ ২টি কক্ষ বিশিষ্ট ভাড়া বাসায় অবস্থিত। ভবিষ্যতে সমিতির কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনায় সমিতির নামে জমি ক্রয় করে সমিতির অফিস ঘর নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

উপসংহার

আমরা স্বাধীন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০৪১ সাল বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। ভবিষ্যতে সমিতিটি উত্তর উত্তর সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ. কে. এম. নজমুল হুদা : জেলা সমবায় অফিসার (অবঃ), নাটোর।

কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে 'হাজরাখানা আইপিএম কৃষি সমবায় সমিতি'

সমিতি গঠনের পটভূমি

সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা
দেশ মাতারই মুক্তিকামী, দেশের সে যে আশা।
দধীচি কি তাহার চেয়ে সাধক ছিল বড়?
পুণ্য অত হবে নাকো সব করিলেও জড় ।
মুক্তিকামী মহাসাধক মুক্ত করে দেশ
সবারই সে অন্ন জোগায় নাইকো গর্ব লেশ।
-সংক্ষিপ্ত

কবি রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী; বর্ণিত কবিতায় চাষা অর্থাৎ কৃষককে বড় সাধক এবং মুক্তিকামী মহাসাধক বলে সম্বোধন করেছেন। যে কৃষক এদেশের সর্বসাধারণের অন্ন জোগায় সেই কৃষক কি তাঁর দারিদ্র্যতা থেকে মুক্ত হতে পেরেছে? তাঁর উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা কি অর্জন করতে পেরেছে? এখনও পারেনি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বাণী চিরন্তনী ছিল "আমাদের চাষীরা হল সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত এবং তাঁদের অবস্থার উন্নতির জন্যে আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাঁদের পেছনে নিয়োজিত করতে হবে।" আর এই উদ্যোগের বিরাট অংশের মধ্যেই তিনি কৃষিভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠনের কথা বলেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর এই শাশ্বত উক্তির মর্মার্থ যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই এ সমিতির বর্তমান সভাপতি জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা ২০১৩ সালে স্থানীয় কৃষকদের সংগঠিত করে প্রাথমিকভাবে একটি সমিতি গঠন করেন। পরবর্তীতে এটি স্থানীয় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় সমবায় আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে স্থানীয় কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে হাজরাখানা আইপিএম কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ নামে সমবায় সমিতি গঠন করেন। যা পরবর্তীতে উপজেলা সমবায় কার্যালয়, চৌগাছা, যশোর থেকে ২১/চৌ নং নিবন্ধনমূলে

২৯/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। সমিতির নিবন্ধিত ঠিকানা : গ্রাম : হাজরাখানা, ডাক : নারায়ণপুর, উপজেলা : চৌগাছা, জেলা : যশোর। সমিতির সভ্য নির্বাচনি এলাকা : সমগ্র হাজরাখানা গ্রামব্যাপী এবং সমিতির কর্ম এলাকা : সমগ্র নারায়ণপুর ইউনিয়ন ব্যাপী।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. সদস্যদের মধ্যে শেয়ার বিক্রয় ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন এবং এর যথাযথ ব্যবহার করে সমিতিকে লাভজনক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

অগ্রিম গ্রহণকারী সদস্য পরবর্তীতে তাঁর উৎপাদিত ফসল সমিতিতে বিক্রয় করে গ্রহণকৃত অর্থ পরিশোধ করে থাকে।

২. সরকারের মাইক্রো সম্প্রসারণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সদস্যদের আধুনিক ও লাগসই পদ্ধতির চাষাবাদ, উন্নত ফসলের বীজ ও সুষম সার ব্যবহার, পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার এবং উন্নত সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদিত কৃষি ও সংশিষ্ট অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও বাজারজাত করা।

৩. সমিতির মাধ্যমে কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণের প্রয়োজনে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে সদস্যদের সেবায় সুলভমূল্যে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪. সমিতির মাধ্যমে সদস্যদেরকে সহজশর্তে ঋণ প্রদানপূর্বক তা কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজে বিনিয়োগ করা।

৫. ফসলের অধিক ফলনের জন্য এবং খরা ও অতিবৃষ্টি থেকে কৃষি উৎপাদনকে রক্ষার লক্ষ্যে যৌথভাবে কৃষি সেচ পাম্পের ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৬. এছাড়াও সরকার অথবা সমিতির উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ নির্দেশনা মোতাবেক যেকোনো দায়িত্ব পালন করা।

সমিতির কার্যক্রম

মনীষীদের উক্তি "কৃষি সমবায় সংগঠন কৃষি সমবায়ের হৃৎপিণ্ড।" আর এই হৃৎপিণ্ডকে সচল রাখার জন্য দরকার কৃষি ও কৃষক বান্ধব সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম। এই সমিতি সেই লক্ষ্যেই সদস্যসহ জনসাধারণের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে :

ক. কৃষি উপকরণের ন্যায্যমূল্যের দোকান

অধিক মুনাফা নয়, স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে সময়মতো সুলভমূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই সমিতি এই দোকান বিগত ৫ বছর ধরে সফলতার সাথে পরিচালনা করে আসছে। এই দোকানে সমিতি ৫,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেছে। যা ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিনিয়োগকৃত অর্থ দিয়ে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ যেমন : সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি ক্রয়পূর্বক তা সদস্যসহ স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে সুলভমূল্যে নগদ/বাকিতে বিক্রয় করে থাকে। সমিতির এইরূপ কার্যক্রমের ফলে সদস্যসহ স্থানীয় কৃষকরা সময়মতো স্বল্পমূল্যে নগদ/বাকিতে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ করে উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে পারছে। এর ফলে সমিতির সদস্যসহ স্থানীয় কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। পাশাপাশি সমিতি এই খাতে বছর শেষে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মুনাফা করছে। পরবর্তীতে যা সদস্যরাই এই মুনাফার প্রাপ্যতার অধিকারী হবে।

খ. ফসল উৎপাদনে অগ্রিম অর্থসহায়তা প্রদান

এ সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে অধিক লাভজনক ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী ফসল উৎপাদনে অগ্রিম অর্থসহায়তা প্রদান করে থাকে। বিশেষত অত্র এলাকায় পটল এবং কচুরমুখী উৎপাদনের ব্যাপক বাজারভিত্তিক চাহিদা থাকায় এ খাতে সমিতি সদস্যদের মধ্যে অগ্রিম অর্থসহায়তা প্রদান করে থাকে। অগ্রিম গ্রহণকারী সদস্য পরবর্তীতে তাঁর উৎপাদিত ফসল সমিতিতে বিক্রয় করে গ্রহণকৃত অর্থ পরিশোধ করে থাকে। পরবর্তীতে সমিতি উক্ত ফসল স্থানীয় পাইকারী বাজারে বিক্রয় করে উল্লেখ্য পরিমাণ মুনাফা অর্জন করে থাকে। এই কার্যক্রমের ফলে সদস্য এবং সমিতি উভয়ই লাভবান হয়ে থাকে। যা সমবায়ের প্রকৃত মূল চেতনা।

গ. কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং ভাড়া প্রদান

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের লক্ষ্যে অধিক গুরুত্ব দিয়ে এ খাতে পর্যাপ্ত ভর্তুকি দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্থানীয় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তর এ সমিতিকে আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ নিম্নবর্ণিত কৃষি যন্ত্রাদি সম্পূর্ণ অনুদান হিসেবে প্রদান করেছেন : কম্বাইন্ড হার্ভেস্ট ৭,০০,০০০ টাকা, রাইস ট্রান্সপ্লানটার (ধান রোপণ যন্ত্র) ৩,০০,০০০ টাকা, রিপার (ধান ও গম কাটা যন্ত্র) ১,৭০,০০০ টাকা, পাওয়ার টিলার সীডার (বীজ রোপণ যন্ত্র) ১,৮০,০০০ টাকা, ধান মাড়াই যন্ত্র ১,০০,০০০ টাকা।

এছাড়াও এ সমিতি বর্তমান সরকারের নিকট হতে ৭০% ভর্তুকি সহায়তার মাধ্যমে অর্থাৎ মাত্র ৩০% টাকা পরিশোধ করে ১টি পাওয়ার ট্রিলার (ট্রেলিসহ) ও উৎপাদিত ফসল

যেমন– আলু, টমেটো, পটল, গাজর, করলা ইত্যাদি সংরক্ষণসহ বাজারজাতকরণের জন্য ৫০টি ক্যারেট ক্রয় করেছেন।

উপরে বর্ণিত কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে এ সমিতির সদস্যরা স্বল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। তেমনি বর্ণিত যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে সমিতি আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

ঘ. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর ঔষধ ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় ও ফ্রি সেবা প্রদান

এ সমিতির সদস্যসহ স্থানীয় কৃষকেরা প্রত্যেকেই গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী লালনপালন করে থাকেন। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী লালনপালন এবং রোগ বালাই থেকে সুরক্ষার জন্য সমিতির উদ্যোগে সদস্যসহ স্থানীয় কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। এছাড়াও এ সমিতি সুলভমূল্যে সদস্যদের মধ্যে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর ঔষধ ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করে থাকে। এ খাত থেকে অর্জিত অর্থ সমিতির মূল কার্যক্রমে অর্ন্তভুক্ত করা হয়ে থাকে।

ঙ. সদস্যদের ঋণ সহায়তা প্রদান

ব্যাংক ঋণ গ্রহণের জটিলতা, এনজিওসমূহের চড়াসুদ এবং স্থানীয় মহাজনীয় সুদ ব্যবসায়ীদের হাত থেকে সমিতির সদস্যদের রক্ষার্থে এজিএম এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নামমাত্র সরল মুনাফা হারে সদস্যদের মধ্যে এ সমিতি ঋণ প্রদান করে থাকে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সদস্যের ফসল উৎপাদন, গবাদিপশু পালন, ছাগল পালন ও হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। এবং গ্রহণকৃত ঋণের সঠিক ব্যবহার হয়েছে কি না; তা সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি মনিটরিং করে থাকেন। এ পর্যন্ত বিতরণকৃত পুঞ্জিভূত ঋণের পরিমাণ প্রায় ১ কোটি টাকা।

চ. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

যেকোনো উন্নয়নের পূর্বশর্ত যথাযথ প্রশিক্ষণ। যেহেতু এ সমিতি কৃষিভিত্তিক সমবায় সমিতি; তাই ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সাধারণ সদস্যবৃন্দের সার্বিক প্রচেষ্টায় প্রতিবছর এ সমিতিতে কৃষির ওপর বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। বিশেষত আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির হাতে কলমে ব্যবহার, পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার, নিবিড় ও সমন্বিত চাষাবাদ পদ্ধতির ব্যবহার, সমন্বিত বালাই দমন পদ্ধতি ব্যবহার করে ফসলের নিরাপত্তা বিধান, যান্ত্রিক উপায়ে ফসল সংগ্রহ ও সংগ্রহ উত্তর পরিচর্যা, পরিবহন, ফসলাদি সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সদস্যসহ স্থানীয় কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। আর এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে স্থানীয় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তরসহ বিভিন্ন অ্যাগ্রোবেজড কোম্পানি সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। তাছাড়া স্থানীয় প্রাণিসম্পদের সহযোগিতায় সদস্যদের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী লালনপালন এবং রোগ বালাই থেকে সুরক্ষার জন্য এ সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে।

এছাড়াও সমিতির হিসাব সংরক্ষণসহ সমবায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান লাভের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ সমবায় বিভাগের সহযোগিতায় ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিটের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। এ সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যসহ অন্যান্য একাধিক সদস্য একাধিকবার আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন, বয়রা, খুলনা হতে একাধিক বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

সামাজিক ও সেবামূলক কার্যক্রম

এ সমিতির সদস্যদের বিশেষত : সভাপতির আন্তরিকতা, উদ্যোগ ও মানবিকতার কারণে এ সমিতি সমাজে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমসহ জনসচেতনতা সৃষ্টিতে নিরলস ভূমিকা রেখে চলেছে। যেমন–

ফলদ ও মশলা চারা বিতরণ : সভাপতির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতি বছর সদস্যসহ স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে উচ্চফলনশীল জাতের ২টি করে মরিচের চারা এ সমিতি বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এছাড়াও এ সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সরাসরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে স্কুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে পেঁপের চারা বিতরণ করে থাকে।

স্কুল প্রতিষ্ঠাকরণ ও পরিচালনা : চলতি বছর জানুয়ারি/২০১৯ খ্রিঃ হতে এ সমিতি প্রাথমিকভাবে শিশু শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। নামমাত্র মাসিক শুভেচ্ছা মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে ১৫ জন শিশুকে নিয়ে এ স্কুলের শুভযাত্রা শুরু হয়েছে। স্কুলের নামকরণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে এ সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ সকল সদস্যবৃন্দ স্কুলের নামকরণে 'সমবায়' শব্দ অন্তর্ভুক্তকরণে একমত পোষণ করেছেন।

কৃষি পরামর্শ প্রদান : এ সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ গোলাম মোস্তাফা সান্ধ্যকালীন সমিতির অফিস গৃহে আগত কৃষকদের বিভিন্ন কৃষিবিষয়ক পরামর্শ প্রদান করে থাকেন।

এছাড়াও এ সমিতি বিভিন্ন মানবিক সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম যেমন পরিবার পরিকল্পনা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ রোধ, নারী ও শিশু পাচার রোধ, যৌতুক ও ইভটিজিং প্রতিরোধ ইত্যাদিতে ভূমিকা রেখে চলেছে।

সমিতির সাংগঠনিক ও আর্থিক তথ্যাবলি :

সদস্য সংখ্যা : ৮২ জন,
শেয়ার মূলধন : ৪৩,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১০,১২,৩০০ টাকা।
সংরক্ষিত তহবিল : ২১,৭২৫ টাকা।
কুঋণ তহবিল : ২,৪২৫ টাকা।
পুঞ্জিভূত লাভ : ৪২,৪৪৫ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ১০,৮৩,৩১০ টাকা।
কৃষি উপকরণের ন্যায্যমূল্য দোকানে বিনিয়োগ : ৫,০০,০০০ টাকা।
স্থায়ী সম্পদের মূল্য : ৩,৭৫,৭৯৬ টাকা।
অনুদানপ্রাপ্ত কৃষি যন্ত্রপাতির বাজার মূল্য : ১৪,৫০,০০০ টাকা।
ব্যাংকে স্থিতি : ৩৯,৬৪৬ টাকা।
কর্মসংস্থান : ৩ জন।

পরিশেষ

চারিদিকে সমবায় নিয়ে চলছে স্বার্থপর শ্রেণির স্বার্থান্বেষী কর্মকাণ্ড, অযাচিতভাবে তুলে দেয়া হয়েছে সামষ্টিক উন্নয়নবাদের আড়ালে ব্যক্তি উন্নয়নবাদের নিকট এবং স্বার্থান্বেষী বিত্তশালীদের হাতে সমবায় সনদ। যা সমবায়কে শুধু ক্ষতিগ্রস্তই করছে না; করছে বিশ্বাসহীন আর অন্যদৃষ্টির কিছু একটা। চারিদিকে সমবায়ের নামে যে সুদভিত্তিক তথাকথিত সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে; প্রত্যন্ত গ্রামে গড়ে ওঠা এ সমিতি তা থেকে মুক্ত। সামষ্টিক উন্নয়নের আড়ালে ব্যক্তিউন্নয়ন, স্বার্থান্বেষী ও স্বার্থপর বিত্তশালীদের হাতে সমবায় সনদ তুলে দিয়ে সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা যে পাপবোধ অনুভব করছেন; অর্ধশিক্ষিত গ্রামের মানুষদের নিয়ে গড়া এ সমিতির কার্যক্রম কিছুটা হলেও সেই পাপ মোচনে সহায়ক হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে বলেন, "সোনার ডিম পেতে সমবায়কে লালন করুন"; মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উক্তির প্রতি যথাসম্ভব শ্রদ্ধা রেখে এ সমিতি সমবায়কে লালন করে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। সমবায় বিভাগসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে সমিতির কৃষিভিত্তিক উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল ও বেগবান হবে এবং সদস্য ছাড়া এলাকার সাধারণ কৃষকদের জীবনমানেরও উন্নয়ন সাধিত হবে। এর ফলে আলোচ্য সমিতি একদিন সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাবে। সেই সাথে আমরা সমস্বরে বলি–

"ফলায় যারা ক্ষুধার অন্ন, আমরা আছি তাঁদের জন্য"

মোঃ জিল্লুর রহমান : সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় দপ্তর, চৌগাছা, যশোর।

উন্নতজাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প-এর ঋণের চেক বিতরণ

উন্নতজাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প-এর শেরপুর সদর উপজেলাধীন শাপলা ও সূর্যমুখী নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতির লিঃ এর চতুর্থ গ্রুপের মাঝে ঋণের চেক বিতরণ করেন জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ বীরমুক্তিযোদ্ধা জনাব আতিউর রহমান আতিক, এম. পি। এ সময় জনাব মোঃ খোরশেদ আলম, যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ উপস্থিত ছিলেন।

কৃতিত্ব

মনিরা জামান মিতু

মনিরা জামান মিতু খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজী সাহিত্যে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম শেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। মিতুর বাবা আলহাজ্ব শেখ খালেকুজ্জামান অবসরপ্রাপ্ত উপজেলা সমবায় অফিসার। তিনি বাগেরহাট জেলার মোংলায় কর্মরত ছিলেন, তার মা বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার সোনাখালী নিবাসী আলহাজ্ব নাজমা জামান একজন গৃহিনী। মিতু সকলের দোয়া প্রার্থী।

নারীর ক্ষমতায়নে চট্টগ্রামের ‘পাথরঘাটা ভিশন মহিলা সমবায়’

চট্টগ্রাম জেলার সিটি কর্পোরেশন এলাকার কোতোয়ালী থানার পাথরঘাটা একটি জনবহুল এলাকা। এ এলাকায় জেলে সম্প্রদায়সহ অন্যান্য পেশার খেটে খাওয়া মানুষের বসবাস। পাথরঘাটা এলাকার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে এই সমিতি প্রথমে গ্রুপভিত্তিক কাজ শুরু করে। তখনকার মহিলারা অশিক্ষিত, ঘরকুনো, অসচেতন ছিল। সমাজে তাদের অবস্থান খুবই অবহেলিত ও নিম্নমানের। প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের বয়স্ক শিক্ষা ও আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রুপে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে একত্র করে সমিতির কর্মকাণ্ড শুরু হয়। ২০০৮ খ্রিঃ সনে ৫০টি উন্নয়ন দল গঠন করে ঐ দল থেকে ৬ জনের কমিটি গঠন করে মহিলা সমবায় সমিতি নিবন্ধনের কার্যক্রম শুরু করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এ এলাকার অত্যন্ত অবহেলিত ও নিম্নশ্রেণীর মহিলাদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মাত্র ২৪ জন মহিলা সদস্য নিয়ে সমিতিটি সংগঠিত হয়ে ২৯/০১/২০০৯ তারিখে ৯৬৮৭ সংখ্যায় সমবায় বিভাগ হতে নিবন্ধন লাভ করে।

সামাজিক শিক্ষা কার্যক্রম

সমিতির বেশিরভাগ সদস্যকে ভর্তিকালে সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমবায় মনোভাবাপন্ন করে গড়ে তোলা হয়। পর্যায়ক্রমে নেতৃত্ববিষয়ক টিম বিল্ডিং, জেন্ডার উন্নয়ন ও সোশ্যাল এনালাইসিস প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের আচার আচরণে পরিবর্তন, সমাজে তাদের অবস্থানসহ আত্মসচেতন করা হয়। এরই পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ, নিউট্রেশন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন হিসেবে গড়ে তোলা হয়। বয়স্ক শিক্ষা ও প্রি-স্কুল পরিচালনা করে তাদের এবং তাদের পোষ্যদের শিক্ষামুখী করা হয়।

কর্মমুখী প্রশিক্ষণ

প্রতিটি সদস্যের আর্থিক উন্নয়নে সদস্য এবং তাদের পোষ্যদের কম্পিউটার, বিউটি পার্লার, টেইলারিং, ব্লক বুটিক, ড্রাইভিং, ফাস্ট ফুড প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ট্রেড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এলাকার মহিলাদের এবং তাদের পোষ্যদের কর্মমুখী করা হয়। তাছাড়াও বিভিন্ন অ্যাওয়ার্নেস ট্রেনিং, মিশন-ভিশন প্লানিং, ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং এর মাধ্যমে পরিকল্পিত আর্থিক পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করে এলাকায় এই সমিতি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। অত্র সমিতির সদস্যদের বর্তমানে এলাকাভিত্তিক স্বাস্থ্য সচেতনতা, দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকার বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে চামড়াজাত পণ্য তৈরি, ক্রিস্টাল পাথরের ব্যাগ, শোপিস ও জুয়েলারি পণ্য তৈরি, প্রি-স্কুল, স্বাস্থ্যবিষয়ক এবং দুর্যোগবিষয়ক প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। সমিতির সদস্য তথা এলাকার অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া ৬,১৫৮ জন মহিলাকে উপরোক্ত বিষয়ে সমিতির উদ্যোগে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রায় ১,০৮২ জন সদস্য ও সদস্যের পোষ্যদের বেকারত্ব দূর করতঃ এদের স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এ সমিতির প্রশিক্ষণভিত্তিক কর্মকাণ্ডের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

প্রশিক্ষণের নাম	গ্রহীতার সংখ্যা	স্বকর্মসংস্থান
সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	৪১৩ জন	
নেতৃত্ববিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩৪২ জন	
টিম বিল্ডিং	৩০৪ জন	
জেন্ডার প্রশিক্ষণ	২৬৭ জন	
সোশ্যাল অ্যানালাইসিস	৩১৫ জন	
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	৩১২ জন	
জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ	১,১০০ জন	
নিউট্রেশন	১০০ জন	
বয়স্ক শিক্ষা	৪০০ জন	
প্রি-স্কুল	৩০০ জন	
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	২১৩ জন	১৮০ জন
বিউটি পার্লার প্রশিক্ষণ	৩২০ জন	২৩০ জন
টেইলারিং প্রশিক্ষণ	৩০০ জন	২৬৫ জন
ব্লক বুটিক	১৬০ জন	১২৫ জন
পোষ্যদের ড্রাইভিং	৫৪ জন	
ফাস্ট ফুড	১৪২ জন	১০০ জন
চামড়াজাত পণ্য তৈরি	৫৩ জন	৩৫ জন
জুয়েলারী পণ্য তৈরি	৫২ জন	১৫ জন
ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট	৩৬৮ জন	
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৩০৩ জন	
মিশন ভিশন প্লানিং	৩৪০ জন	
মোমবাতি	১৩০ জন	৮২ জন
মোট	৬,১৫৮ জন	১,০৮২ জন

কর্মসংস্থান

সমিতিতে বর্তমানে ৬ জন নিয়মিত বেতনধারী কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে এবং ১ জন প্রি-স্কুল শিক্ষক, ১ জন প্রশিক্ষকসহ মোট ৮ জনের সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য চুক্তিভিত্তিক ৩ জন প্রশিক্ষক রয়েছে। কর্মচারীদের জন্য চাকরি বিধিমালা পদবিন্যাস, গ্রাচুইটি ও পি.এফ ফান্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

উৎপাদনমুখী ঋণ কার্যক্রম

প্রতিটি প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের উপর জরিপ কার্য পরিচালনা করতঃ তা পর্যালোচনা করে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এতে দেখা যায় বিগত ৬ টি আর্থিক বছরে ৬,৩৭৭ জনকে সর্বমোট ২৩,৯০,৭৫,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করেছে। উক্ত ঋণগ্রহীতা সদস্যদের মধ্যে ২,২০৭ জন সদস্য ও পোষ্যদের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সমিতির ঋণ আদায়ের হার শতভাগ। মাত্র ২৪ জন সদস্য নিয়ে সমিতিটি নিবন্ধিত হলেও বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৩,৫৫৫ জন। সমিতির আদায়কৃত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা। আদায়কৃত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ প্রায় তিন কোটি টাকা। লাভ ও লাভ হতে সৃষ্ট তহবিলের পরিমাণ প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার অধিক। সদস্যদের নিকট কর্জ পাওনার পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি টাকা। প্রতি বছর সদস্যদের আমানতের উপর ৮% হারে সুদ প্রদান করা হয় এবং প্রতি বছর গড়ে ৯ লক্ষ টাকার অধিক শেয়ারের উপর লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস পালন করে সদস্যদের দেশ, সমাজ ও জাতি গঠনে অংশগ্রহণে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়। এলাকার বিভিন্ন দুর্যোগ ও অগ্নিকাণ্ডে সমিতির পক্ষ থেকে সাহায্য প্রদান করা হয়। মৃত সদস্যদের মরণোত্তর সেবা ও সাহায্য প্রদান করা হয়। সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন প্রায় ৪.৫ কোটি টাকা।

উন্নয়ন প্রকল্প

অল্প সময়ের মধ্যে সমিতির আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছে। ইতোমধ্যে আন্দরকিল্লাস্থ ৩৩০ নবাব সিরাজদ্দৌল্লা রোডে সমবায় বাজার স্থাপন করা হয়েছে। স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সমিতির জন্য স্থায়ী সম্পদ, সদস্যদের জন্য বাসস্থান, ডে-শেয়ার সেন্টার, আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ ল্যাব এবং প্রশিক্ষিত সদস্যদের নিয়ে ক্ষুদ্র অথবা মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

স্বীকৃতি

সমিতিটি তাদের কার্যক্রমের ফসল হিসেবে ২০১৬ সনের জন্য জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ মহিলা সমবায় সমিতি হিসেবে ইতোমধ্যেই পুরস্কৃত হয়েছে। এ সমিতি সমবায় অধিদপ্তরের মহিলা সমবায় সমিতির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেড প্রশিক্ষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ল্যাব (অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) স্থাপনের জন্য মনোনীত হয়েছে।

সমিতিটি অত্র এলাকার অবহেলিত ও নিম্নশ্রেণীর মহিলাদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষে বিভিন্ন আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড, কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অনগ্রসর মহিলা ও তাদের পোষ্যদের আর্থিক, সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রেখে আসছে।

পার্থ কান্তি বিশ্বাস: সরেজমিনে তদন্তকারী, জেলা সমবায় কার্যালয়, চট্টগ্রাম।

‘চন্দ্রমল্লিকা মহিলা সমবায়’-এর বহুমাত্রিক যাত্রা

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মহিলাদের সরাসরি অংশগ্রহণ ও মহিলাদের ক্ষমতায়ন এ বিষয়গুলো এখন সমাজের প্রধান উপজীব্য বিষয় হলেও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে মহিলাদের সরব উপস্থিতির কথা উল্লেখ করার আর কোনো অবকাশ নেই। মহিলা জাগরণ তথা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণে যেসব মহিয়সী নারী প্রতিষ্ঠানের অসামান্য অবদানে আজকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে মহিলাদের সরব উপস্থিতি তাদেরকে স্মরণ না করলে নয় কেননা জাতি তাদেরকে আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। এসব কর্মকাণ্ডে বেগম রোকেয়া, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, সৈয়দ জাহানারা এবং এদের যোগ্য উত্তরসূরি চন্দনা ঘোষ প্রমুখ। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে যে প্রতিষ্ঠানটি সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে জাতির টেকসই উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছে রাষ্ট্র যে প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারকে তার উদ্যোগী কর্মকাণ্ডে স্বীকৃতিস্বরূপ বারবার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়ে আসছে তিনি আর কেউ নন তিনি হলেন চন্দ্রমল্লিকা সমবায় সমিতি লিঃ এর কর্ণধার শ্রীমতি চন্দনা ঘোষ। এ প্রতিষ্ঠানটি দেশের জনগণের নিকট সমাদৃত হলেও দেশের সাধারণ জনগণের নিকট এর অবস্থান অজানা রয়ে গেছে। তাদেরকে অবগতকরণে আমার এ ছোট প্রয়াস।

পৃথিবী দুহিতা হিমালয় এর পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট হতে ১০০ কি.মি. দক্ষিণ পশ্চিমে ৯০° দ্রাঘিমাংশে ঠাকুরগাঁও জেলার অবস্থান। প্রাকৃতিকভাবে হিমালয়ের গাঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপত্তি হয়ে এর প্রবাহিত স্রোতধারা পঞ্চগড় জেলায় করতোয়া নাম ধারণ করে এবং এর শাখা নদী টাংগন ও শুক নদী নামে ধারণ করে ঠাকুরগাঁও জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। প্রবহমান এই দুই নদীর পলল বিধৌত ভূমিতে সবুজ শ্যামল পল্লবীতে উত্তর বঙ্গের শষ্যের ভান্ডার নামে খ্যাত ঠাকুরগাঁও জেলার প্রাণকেন্দ্রে এ সমিতিটির অবস্থান।

শ্রীমতি চন্দনা ঘোষের স্বপ্নের সংগঠন আজ তা কালের চাহিদায় মহিলাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত মাইল ফলক।

চন্দ্রমল্লিকা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর প্রাতিষ্ঠানিক ও সরকারি স্বীকৃতি ২০১৩ সালে হলেও এর রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। শ্রীমতি চন্দনা ঘোষের স্বপ্নের সংগঠন চন্দমল্লিকা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের শুভ যাত্রা শুরু হয় ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে। প্রথমে তিনি অনেকটা শখের বসে এবং এলাকার দরিদ্র নারী গোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি নিজে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজের শখকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে সেলাই ,সুচ কাজ ও নকশাসহ হাতের বিভিন্ন কাজে মনোনিবেশ করে। মননশীল এ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হতে অর্ডার আসতে থাকে। কাজের কলেবর ও গতি বাড়তে থাকে সমান তালে। সংগঠনটির প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির অনুধাবন করায় সরকারিভাবে এর কার্যক্রম পরীক্ষানিরীক্ষান্তে জেলা সমবায় দপ্তর, ঠাকুরগাঁও নিবন্ধন করেন ২০১৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি মাসে যার নিবন্ধন নং-৫৯। সমিতিটির নিবন্ধনের পরপরই উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে যথাযথ অবদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এলাকার শিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত নারীদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণসহ জুটব্যাগ, ওয়াল মেট, দোলনা, শিকা, ডাইনিং সেট, শাড়ি, থ্রি পিচ, বেড কভার, কুশন কভার, পাঞ্জাবি, ফতুয়া এবং বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরির কাজে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নারীদেরকে সংগঠিত করে বিকল্প অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সৃষ্টিসহ নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির উদ্দেশ্যে নিরলস পরিশ্রম অব্যাহত রয়েছে। আমাদের সমিতির একজন সদস্য যিনি ছিলেন খুবই দরিদ্র ও অসুস্থ এবং ছেলেমেয়েদের খরচ চালাতে অক্ষম যা প্রায় বন্ধ হওয়ার পথে।

এ সমিতির সদস্য হয়ে সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং সমিতির একজন দক্ষ সদস্য হিসেবে ইতোমধ্যে নিজেকে স্বাবলম্বী করে তুলেছেন।

প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম এক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে উন্নয়নের ডানায় ভর করে সাংস্কৃতিক মূল ধারাকে সঠিক রাখার প্রত্যয় নিয়ে গড়ে তোলা হয় কুশ শিশু নিকেতন। এলাকার সংস্কৃতিমনা লোকদের সুপরামর্শে শিশুদের নাচ ও গান আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান অব্যাহত আছে। জেলার বিভিন্ন কর্মসূচিসহ সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচীতে এসব শিশু-কিশোররা তাদের নানা পারফরম্যান্সে প্রশংসিত হচ্ছে।

শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার প্রত্যয় নিয়ে এবং আলোকিত মানুষ গড়ার লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয় বর্ণময় কুশ নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে অধ্যয়নসহ বৃত্তির সুযোগ রাখা হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানে। সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহা-পরিচালক মহোদয়ের উত্তরবঙ্গ সফরের সময় বর্ণময় কুশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন হয়। বিগত ২৪/১১/২০১৫ তারিখে প্রতিষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন করেন নিবন্ধক ও মহা পরিচালক, জনাব মো. মফিজুল ইসলাম, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা মহোদয়।

সমিতির কার্যক্রম নিজ জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন স্থানে। সমিতির নিজস্ব পণ্যের প্রচার ও প্রসার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক মেলায় অংশগ্রহণ করে। পণ্যসামগ্রীর বহুল বিক্রিসহ দেশি ও বিদেশি ক্রেতাদের নিকট থেকে আগের অর্ডার পাওয়া যাচ্ছে প্রতিদিন। হরহামেশায় পাওয়া যাচ্ছে মেইলবার্তা ও মুঠোফোনের আলাপচারিতা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণসহ নানাবিধ সহযোগিতা প্রদান করে আসছে সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রতিষ্ঠানটির পণ্যসামগ্রী গুণগত মানসম্পন্ন হওয়ায় এর চাহিদা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। এ মান আরও ভালো করার চেষ্টা অব্যাহত আছে। প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার ও সম্পাদিকা শ্রীমতি চন্দনা ঘোষ মনে করেন যে উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতিগুলো দেশের চাহিদা মিটিয়ে বহির্বিশ্বে প্রতিষ্ঠানের পণ্যসামগ্রী বাজারজাত করার সুযোগ পাবে যদি সরকার তথা সমবায় অধিদপ্তর এ বিষয়ে আন্তরিক হন। তিনি জানান তিনি নিজ উদ্যোগে ইতোমধ্যে নেপাল, চীন, ভারত, মালয়েশিয়া, আমেরিকা ও কানাডায় অনুষ্ঠিত মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন। এসব দেশের মেলাগুলোতে চন্দ্রমল্লিকা মহিলা সমবায় সমিতি পণ্যের বেশ কদর ও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। এখন শুধুমাত্র দরকার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহযোগিতা।

চন্দ্রমল্লিকা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। ইতোমধ্যে এ সমিতিটির ২৩৭ জন সদস্যের মধ্যে ২০ লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে। জেলায় গড়ে ওঠা বিউটি পার্লারের সার্বিক সহযোগিতা করে আসছে। মহিলাদের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় গড়ে তোলা হয়েছে কুশ স্বাস্থ্য নিকেতন। এসব প্রতিষ্ঠানের সফল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের একমাত্র দাবিদার শ্রীমতি চন্দনা ঘোষ এবং এ সমিতির সাফল্যের পিছনে কাজ করছে একটি দক্ষ ও সৎ ব্যবস্থাপনা কমিটি। এ প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ও অদক্ষ মিলে ১২০০ জন মহিলা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। চন্দ্রমল্লিকা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ২০ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হলেও বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ২৫৭ জন। সমিতিতে শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২৬,৫১,৮০০ টাকা এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ ৩৫,৬৫,৫৩২ টাকা। সমিতির মোট কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৬২,৫৭,০২৭ টাকা। সমিতিটি নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্প গ্রহণে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকল্প গ্রহণের সরকারি সহযোগিতা ও যথাযথ সমর্থন পেলে সমিতির কার্যক্রম আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে। সমিতিটি টেকসই উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখবে এ আমার বিশ্বাস।

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি কর্তৃক জাতীয় পতাকা ও সমবায় পতাকা উত্তোলন

বরিশালে ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস পালন

গত ২ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ রোজ শনিবার বরিশাল জেলায় জাতীয় সমবায় দিবস যথাযথ মর্যাদার সহিত পালন করা হয়। 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন' শীর্ষক প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সমবায় দিবসে বরিশাল সার্কিট হাউজ থেকে বর্ণাঢ্য সমবায় র‍্যালি শুরু হয়ে অশ্বিনী কুমার টাউন হলে শেষ হয় এবং তথায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বরিশাল অশ্বিনী কুমার টাউন হলে জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবস উদ্বোধন করা হয়। দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এম.ডি. আব্দুস সালাম, যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), বরিশাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নূরুজ্জামান, যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, বরিশাল এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক বীর মুক্তিযোদ্ধা এনায়েত হোসেন চৌধুরী, সম্পাদক, দি-বরিশাল ইসলামিয়া আরবান সমবায় সমিতি লিঃ। জাতীয় সমবায় দিবসের আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব এস.এম. অজিয়র রহমান, জেলা প্রশাসক, বরিশাল। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, উপ-নিবন্ধক (প্রশাসন), বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, বরিশাল। এছাড়াও সমবায়ীগণ বক্তব্য প্রদান করেন। সভাশেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি কর্তৃক জাতীয় পতাকা ও সমবায় পতাকা উত্তোলন।

পিরোজপুর জেলা

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন উপলক্ষে সকাল ৯ টায় জাতীয় পতাকা ও সমবায় পতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জনাব কাজী সালেহ মুস্তানজির, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পিরোজপুর ও সমবায় পতাকা উত্তোলন করেন জনাব মোঃ গোলাম কবীর শরীফ, জেলা সমবায় কর্মকর্তা, পিরোজপুর। এসময় বিভিন্ন সমবায় সমিতি থেকে আগত সমবায়ীগণ উপস্থিত ছিলেন। পতাকা উত্তোলন শেষে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি জেলা সমবায় কার্যালয়, পিরোজপুর থেকে বের হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা শিল্পকলা একাডেমি, পিরোজপুর এসে শেষ হয়। এর পর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে ''বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ে উন্নয়ন'' শীর্ষক আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা সমবায় কর্মকর্তা, পিরোজপুর।

বরগুনা জেলা

বিগত ২ নভেম্বর, ২০১৯ শনিবার, জেলা সমবায় কার্যালয়, বরগুনা কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বর্ণাঢ্য র‌্যালি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জাকজমকপূর্ণভাবে উদ্‌যাপিত হয় ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস। উক্ত দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব অ্যাডভোকেট ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু, মাননীয় সংসদ সদস্য, বরগুনা-০১ ও সভাপতি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব তোফায়েল আহমেদ, সহকারী পুলিশ সুপার, বরগুনা, জনাব আলহাজ্ব মোঃ আঃ রশিদ মিয়া, বিশিষ্ট সমবায়ী ও সাবেক কমান্ডার, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বরগুনা, জনাব চিত্তরঞ্জন শীল, সভাপতি, বরগুনা প্রেসক্লাব, বরগুনা,

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস এর উপস্থিত প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ও সমবায়ীবৃন্দ

জনাব রইসুল আলম রিপন, প্যানেল মেয়র, বরগুনা পৌরসভা। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোস্তাইন বিল্লাহ, জেলা প্রশাসক, বরগুনা।

রংপুর বিভাগ

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন জনাব কে. এম. তারিকুল ইসলাম, বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর

রংপুর বিভাগের ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৯ উদযাপন

'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ের উন্নয়ন' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ২ নভেম্বর ২০১৯ শনিবার ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসটি সারাদেশের ন্যায় রংপুর বিভাগে যথাযোগ্য মর্যাদায় উৎসবমুখর পরিবেশে ও জাকজমকভাবে উদযাপনের লক্ষে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সকালে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর জনাব কে. এম. তারিকুল ইসলাম-এর নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য এক র‌্যালি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ হতে শুরু হয়ে শহরের ডিসির মোড়সহ শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে টাউন হলে এসে মিলিত হয়। র‌্যালিতে জনাব মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ, (বিপিএম) পুলিশ কমিশনার, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর, জনাব মোঃ আসিব আহসান, জেলা প্রশাসক, রংপুর ও জনাব মোহাম্মদ আমীর আজম, যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রংপুর বিভাগ অংশগ্রহণ করেন।

কুড়িগ্রাম জেলা

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে কুড়িগ্রাম জেলা সমবায় অফিস কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব আলহাজ্ব পনির উদ্দিন আহমেদ, মাননীয় সংসদ সদস্য, কুড়িগ্রাম-২ ও সভাপতি জনাব মোছা: সুলতানা পারভীন, জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম সমবায়ীদের ক্রেস্ট প্রদান করেন।

ঠাকুরগাঁও জেলা

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসে বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, এমপি, সভাপতি, প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়বিষয়ক স্থায়ী কমিটি ও প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঠাকুরগাঁও-১।

গাইবান্ধা জেলা

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে গাইবান্ধায় বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়

নীলফামারী জেলা

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান চৌধুরী, জেলা প্রশাসক, নীলফামারী

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ আফতাব উদ্দিন সরকার, মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য, নীলফামারী-১

পঞ্চগড় জেলা

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে পঞ্চগড় জেলায় বর্ণাঢ্য সমবায় র‍্যালি

লালমনিরহাট জেলা

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে লালমনিরহাটে বর্ণাঢ্য সমবায় র‍্যালির আয়োজন করা হয়

চট্টগ্রাম বিভাগ

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম বিভাগের বর্ণাঢ্য সমবায় র‍্যালি

চট্টগ্রাম বিভাগের ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন

২ নভেম্বর, ২০১৯ রোজ শনিবার যথাযথ মর্যাদায় উৎসবমুখর পরিবেশে চট্টগ্রাম মহানগরীর সর্বস্তরের সমবায়ীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য আনন্দ র‍্যালির মাধ্যমে ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর জাতীয় পতাকা এবং সমবায় পতাকা উত্তোলন করা হয়। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও চট্টগ্রামের মাননীয় সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এম.পি মহোদয় জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা এবং চট্টগ্রম কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব এ এম এম শাহাবুদ্দিন ও বিভাগীয় সমবায় দপ্তরের যুগ্ম নিবন্ধক জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়া সমবায় পতাকা উত্তোলন করেন। এর পর সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ সর্বস্তরের সমবায়ীবৃন্দের উপস্থিতিতে আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন বলেন যে, তৃণমূল পর্যায়ে সমবায় সমিতি পরিচালনা যাতে কোন অসৎ ব্যক্তি আসতে না পারে এবং কোন সমিতিকে যাতে অব্যবস্থাপনা বা বেকায়দায় না ফেলতে পারে সে বিষয়ে খেয়াল রাখার আলোকপাত করেন। প্রধান অতিথি আরও বলেন 'সামাজিক তথা জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জনে সমবায় একটি পরীক্ষিত সফল পদ্ধতি। একক প্রচেষ্টায় যা করা সম্ভব নয়, সমবায় পদ্ধতিতে তা সহজেই করা সম্ভব। তাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখেছিলেন সমবায়ের মাধ্যমে দেশের উন্নতি সাধন করে একটি স্বনির্ভর জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করতে। বঙ্গবন্ধুর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমাদের সকল এগিয়ে আসতে হবে।

উল্লেখ্য চট্টগ্রাম বিভাগের অন্য ১০টি জেলার সদর উপজেলাসহ ৯২টি উপজেলায় ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসটি উদযাপিত হয়।

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিগণ

সিলেট বিভাগ

সিলেট বিভাগের ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস পালন

'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন' এ প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে ২ নভেম্বর ২০১৯, ১৭ কার্তিক ১৪২৬ তারিখ শনিবার সারা দেশের ন্যায় সিলেটেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় '৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস, ২০১৯'। জাতীয় সমবায় দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল সমবায় ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন, রক্তদান কর্মসূচি, সমবায় পণ্য প্রদর্শনী, আলোচনা সভা, সফল সমবায়ীদের পুরস্কার ও সম্মাননা স্মারক বিতরণ।

সকালে চৌহাট্টাস্থ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হতে সমবায় র‍্যালি শুরু হয়ে কবি নজরল অডিটোরিয়াম, রিকাবীবাজার এ সমাপ্ত হয়। র‍্যালি শেষে জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন শেষে রক্তদান কর্মসূচি ও সমবায় পণ্য প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এস. এম. তারিকুজ্জামান, যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, সিলেট। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পাঠ রাখেন জনাব উম্মে মরিয়ম, জেলা সমবায় কর্মকর্তা, সিলেট। সমবায়ীদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন আফজলাবাদ গবাদি পশু ও কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, ছাতক, সুনামগঞ্জের

সভাপতি জনাব অলিউর রহমান বকুল, ঘাসিটুলা বেত শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ, সিলেট সদর, সিলেটের সহ-সভাপতি জনাব শেখ মোঃ মঈন উদ্দিন, বহরকলোনী রজনীগন্ধা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, সিলেট সদর, সিলেট এর সভাপতি জনাব হালিমা বেগম।

খুলনা বিভাগ

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসে খুলনা বিভাগের বর্ণাঢ্য সমবায় র‍্যালি।

খুলনা বিভাগের ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি জনাব আলহাজ্ব তালুকদার আব্দুল খালেক, মাননীয় মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা।

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসে খুলনা বিভাগের বর্ণাঢ্য সমবায় র‍্যালি।

বাগেরহাট জেলা

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জনাব ডা. মোঃ মোজাম্মেল হক, জাতীয় সংসদ সদস্য (বাগেরহাট-৪) এবং সমবায় পতাকা উত্তোলন করেন পঙ্কজ চন্দ্র রায়, পুলিশ সুপার ও দেবপ্রসাদ পাল, ডিডিএলজি। এসময় উপস্থিত ছিলেন শেখ ফজলুল করিম জেলা সমবায় অফিসার, বাগেরহাট।

চুয়াডাঙ্গা জেলা

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমবায়ী ও বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ।

মাগুরা জেলা

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসে মাগুরা জেলার বর্ণাঢ্য সমবায় র‍্যালি।

নড়াইল জেলা

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসের র‍্যালি, র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন আনজুমান আরা, জেলা প্রশাসক, নড়াইল ও শেখ ইমরান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, নড়াইল, এবং জেলা সমবায় অফিসার ও সমবায়ীবৃন্দ, নড়াইল।

যশোর জেলা

যশোর জেলায় ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি জনাব কাজী নাবিল আহমেদ, মাননীয় সংসদ সদস্য যশোর-৩, বিশেষ অতিথি মোহাম্মদ শফিউল আরিফ, জেলা প্রশাসক, যশোর, জনাব মঈনুল হক, পুলিশ সুপার, যশোর ও সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, সভাপতি, জেলা সমবায় ইউনিয়ন, যশোর

ঝিনাইদহ জেলা

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৯ অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তার পুরস্কার প্রদান করছেন প্রধান অতিথি সরোজ কুমার নাথ, জেলা প্রশাসক, ঝিনাইদহ এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি সৈয়দ নূরুল কুদ্দুস, জেলা সমবায় অফিসার, ঝিনাইদহ।

মেহেরপুর জেলা

মেহেরপুর জেলায় ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন জনাব ফরহাদ হোসেন এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। মঞ্চে উপস্থিত আছেন জনাব মোঃ আতাউল গনি, জেলা প্রশাসক, মেহেরপুর, জনাব এসএম মুরাদ আলি, পুলিশ সুপার, মেহেরপুর ও জনাব সৈয়দ জসীম উদ্দিন, জেলা সমবায় অফিসার, মেহেরপুর।

সাতক্ষীরা জেলা

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৯ এর র‍্যালির প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মোস্তাক আহমেদ রবি জাতীয় সংসদ সদস্য, সাতক্ষীরা-২

রাজশাহী বিভাগ

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে রাজশাহী বিভাগের বর্ণাঢ্য সমবায় র‍্যালি

রাজশাহী বিভাগের ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে আয়জিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন প্রধান অতিথি জনাব এ.এইচ. এম খায়রুজ্জামান লিটন, মাননীয় মেয়র, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

ময়মনসিংহ বিভাগ

ময়মনসিংহ বিভাগের ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন

গত ২ নভেম্বর. ২০১৯ তারিখে বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ এর উদ্যোগে যথাযথোগ্যে মর্যাদায় ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এম পি এর নেতৃত্বে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালী জেলা সমবাযয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ এর সন্মুখ হতে শুরু হয়ে অ্যাডভোকেট তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়াম টাউন হল প্রাঙ্গণে শেষ হয়। র‌্যালীতে জনাব খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি, বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ, জনাব নিবাস চন্দ্র মাঝি, ডিআইজি, ময়মনসিংহ রেঞ্জ, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ, অধ্যাপক ইউসুফ পাঠান, চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহ জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ এবং বিশিষ্ট সমবায়ী ও সুধীজন অংশগ্রহণ করেন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এম পি জাতীয় পতাকা এবং জনাব খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি, বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ সমবায় পতাকা উত্তোলন করেন। আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিগণ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ খোরশেদ আলম, যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ।

শেরপুর জেলা

গত ২ নভেম্বর. ২০১৯ তারিখে শেরপুর জেলায় ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের হুইপ বীরমুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ আতিউর রহমান আতিক, এমপি, শেরপুর -১, এবং সমবায়পতাকা উত্তোলন করেন আলহাজ্ব গোলাম মোহাম্মদ কিবরিয়া লিটন, মেয়র, শেরপুর পৌরসভা, শেরপুর।

SAMABAYA ● January 2020 ● Price Tk 10.00 ● Regd No. DA-41

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যের স্টল পরিদর্শন করেন

Published by Department of Cooperatives, Financed by Cooperative Development Fund form Samabaya Bhaban Plot No. F-10A & F-10B,
Agargaon Civic Sector, Sher-e-Banglanagar, Dhaka-1207, Phone : 9140877 I Editor : Md. Saiful Islam